গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সবার আগে নাগরিক

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬

PUTTING CITIZENS FIRST

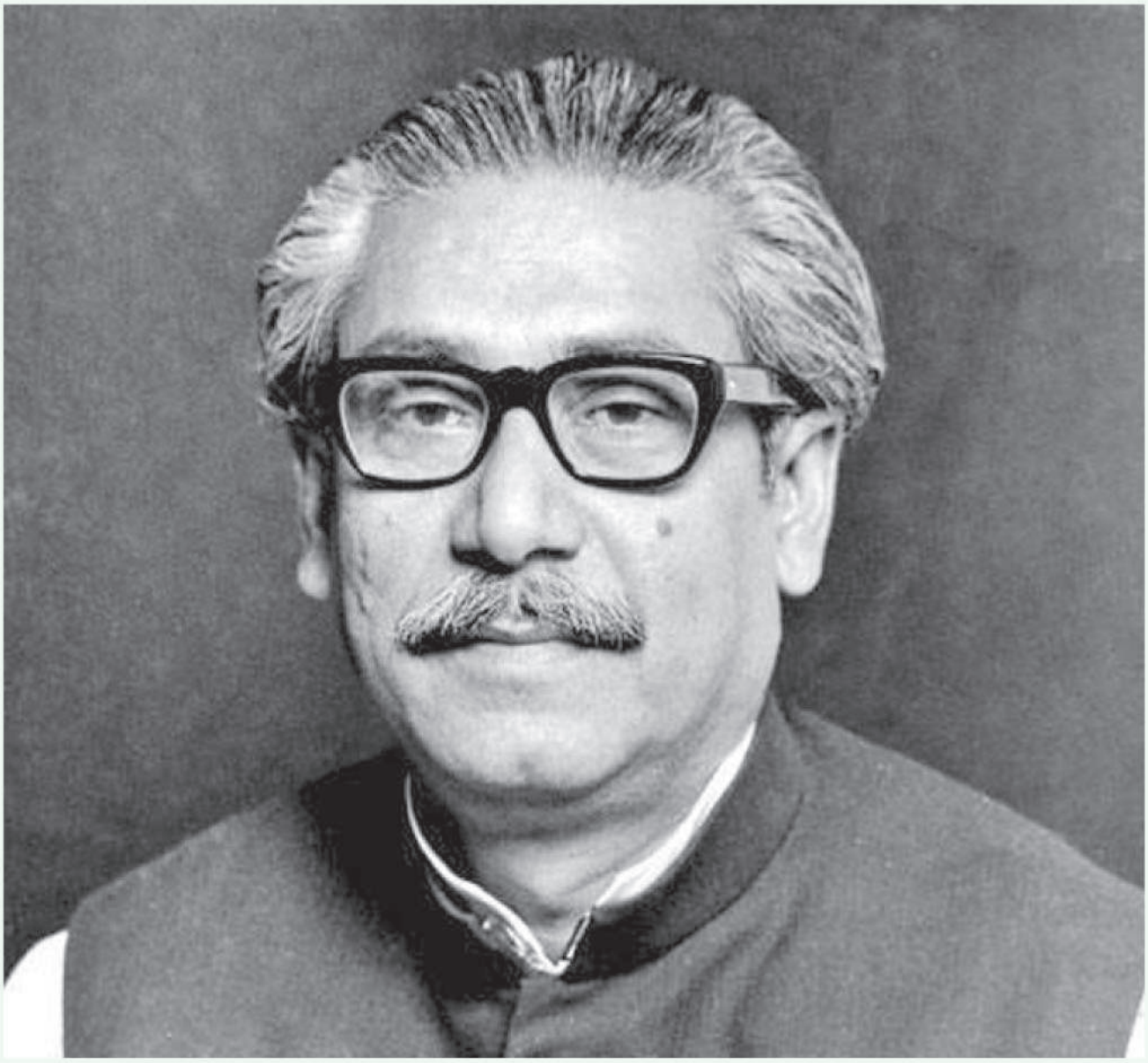

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সোনার বাংলা গড়ার জন্যে সোনার মানুষ প্রয়োজন। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকেই এই সোনার মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই এই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। আমি আজকের এই সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদের সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

– বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ আষাঢ় ১৪২৩

১০ জুলাই ২০১৬

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা ২০১২ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। "সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জিআইইউ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা, গণখাতে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন ও বাস্তবায়নে সরকারের থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে ভূমিকা রাখাই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর প্রধান দায়িত্ব। "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি" প্রবর্তনে এ ইউনিটের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে "দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন'স চার্টার" বাস্তবায়নেও জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং এসডিজি-১৬ এর আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সুশাসন সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরার লক্ষ্যে এ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জিআইইউ দেশীয় সূচক সম্বলিত একটি মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারবৃন্দের সাথে গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ সম্পূর্ণ নির্মূল ও ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে জিআইইউ'র উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় যা দেশে বাল্যবিবাহের হার কমাতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন বা অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানোর প্রবণতা হ্রাসের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রিজারভেটিভ উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর ও পৌরসভায় জনস্বার্থে নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিত করতে এ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন স্বনামধন্য গবেষকবৃন্দের সহায়তায় জিআইইউ সেবার মান উন্নয়ন বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমও সম্পাদন করছে। জিআইইউ-এর এ সকল কর্মকান্ড সরকারের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

আমার প্রত্যাশা, জিআইইউ-এর এই প্রতিবেদন সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে উদ্ভাবনী চর্চায় উৎসাহিত করবে যা সরকারের নাগরিক সেবা প্রদানের সামর্থ্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। দেশের নাগরিকদের আধুনিক, সময়োপযোগী ও কাঙ্খিত নাগরিক সেবা দিতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি, সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট আরো নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করব।

আমি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা
ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান

ভিশন ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সরকার গতানুগতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তোলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এছাড়া বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার সচেতনতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'সবার আগে নাগরিক' এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে ২০১২ সাল থেকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্ভাবন (Innovation) এর সঠিক ধারণা প্রদান ও প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে জনগণের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমাতে পারে সে বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিআইইউ কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের সেবা প্রদান পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান এবং উদ্ভাবনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো, এ সংক্রান্ত গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চাসমূহকে এ দেশের উপযোগী করে প্রয়োগ ঘটানোর জন্য এ ইউনিট জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইউনিটের কার্যক্রমকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করার এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। উদ্ভাবনী ধারণার উদ্ভব থেকে ফলপ্রসূ প্রয়োগ পর্যন্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা এ প্রতিবেদনে তুলে ধরার মাধ্যমে গতানুগতিক প্রতিবেদনের ধারণার বাইরে গিয়ে এ প্রতিবেদনে নতুনত্ব আনা হয়েছে যা পাঠকের মনে ছাপ ফেলবে এবং গণখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অনুরূপ চর্চার অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সরকারের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করার ক্ষেত্রে এ প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। ভবিষ্যতে আরো বেশী সফলতার তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এই প্রত্যাশা করছি।

(ড. গওহর রিজভী)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট গত বছরের ন্যায় এ বছরেও ২০১৫-২০১৬ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার এর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অন্যতম অংশ হিসেবে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'সবার আগে নাগরিক' (Putting Citizens First) এ মূলমন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারের নিকট নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের এ ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার সাথে তাল মিলিয়ে সেবা প্রদানের জন্য উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে একটি গতিশীল প্রশাসন যন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নাগরিক সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়নের জন্য জিআইইউ সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন বাস্তবায়ন, গবেষণা এবং লিয়াজোঁ ও আউটরিচ এ ৪টি ক্ষেত্রে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পেনশন সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে বিকল্প প্রিজারভেটিভ কাইটোসান ব্যবহার, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা নিরসনে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণেও এ ইউনিটের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়াও নাগরিক সেবার মানন্নোয়নে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাপকভাবে সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রস্তুত, প্রচার ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে জিআইইউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরামর্শ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে জিআইইউ গতানুগতিক এসিআর এর পরিবর্তে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদিত কাজের মান ও পরিমাণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স অ্যাপ্রাইজাল রিপোর্ট (APAR) প্রবর্তনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'র (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বছরওয়ারী সুনির্দিষ্টভাবে অর্জন পরিমাপের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিচালনাতেও এ ইউনিটের সকলের আন্তরিক একনিষ্ঠতা প্রশংসনীয়। জিআইইউ সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ নিয়ে তাদের পরিচালিত গবেষণাধর্মী কর্মকান্ডের প্রাপ্ত ফলাফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।

জিআইইউ প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদন তাদের কর্মকান্ডের প্রতিফলন। আমি জিআইইউ'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) তাদের বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্বায়নের প্রভাব ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে সরকারের নিকট হতে নাগরিকদের সেবাপ্রাপ্তির আকাঙ্খা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সর্বোপরি 'ভিশন-২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে 'সবার আগে নাগরিক' এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কাজে উদ্ভাবনী এবং ব্যতিক্রমী প্রয়াস সমূহের পরিমার্জন ও সম্প্রসারণে জিআইইউ সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছে।

উদ্ভাবনের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে জিআইইউ এর পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবী রাখে। জিআইইউ সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে যার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং সরকারি দপ্তরসমূহে জনবান্ধব সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমেও জিআইইউ এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জিআইইউ এর পৃষ্ঠপোষকতায় চিংড়ি মাছের খোসা থেকে কাইটোসান নামক প্রাকৃতিক উপাদান আহরিত হয়েছে যা ফলমূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদি সংরক্ষণে অত্যন্ত কার্যকরী।

নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, পরিবেশগত ও দাপ্তরিক সমস্যা নিরসনে জিআইইউ এর বিভিন্ন ভিন্নধর্মী উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা নিরসন, ঈদ-উল-আযহার কোরবানি পরবর্তী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণে এবং সরকারি কর্মচারিদের পেনশন সহজিকরণে জিআইইউ প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তাদের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভবিষ্যতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে এই আশাবাদ নিয়ে তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)

মোঃ আবদুল হালিম

মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সম্পাদকীয়

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে "সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। শুরু থেকেই এ ইউনিট কার্যক্রমের ফলাফল অংশীজনদের জানানোর জন্য বিভিন্নধর্মী প্রকাশনা বের করে আসছে। তন্মধ্যে ব্রুশিয়ার ২০১৩, ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন, "উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ", "সদাচার সঙ্কলন" নামক দুটি বিষয়ভিত্তিক পুস্তিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর বাংলা অনুবাদ, কাইটোসান এর ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে লিফলেটসহ জিআইইউ এর হালনাগাদ (জুন ২০১৬) ব্রুশিয়ার উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের শেষে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন মূলত জিআইইউ এর সারা বছর ব্যাপী সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিফলন বা চিত্র।

জিআইইউ উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সমস্যার সমাধানে বিশ্বাস করে। এ প্রতিবেদনে এরূপ বিভিন্ন সমস্যা এবং জিআইইউ এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে। উপরন্তু, এতে সেবাদান সহজিকরণের প্রক্রিয়াও তুলে ধরা হয়েছে। গত এক বছরে চলমান কাজের পাশাপাশি জিআইইউ যে সকল নতুন ক্ষেত্রে ও বিষয়ে কাজ শুরু করেছে তার ফলাফল এবং চুম্বক অংশ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পেনশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ, বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Annual Performance Appraisal Report). সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি, জেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ চালু ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এ প্রতিবেদন সরকারের মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ এর পাঠকবৃন্দকে গণখাতে সমস্যা সমাধান ও সেবাদানের ক্ষেত্রে প্রথাগত ধারণা থেকে উত্তরণের পথ সুগম করবে। আশা করি এ ইউনিটের উদ্ভাবনী প্রয়াস জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত করবে এবং কর্মক্ষেত্রে যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান তাদের পথ নির্দেশনা দেবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে এ প্রকাশনাকে ঋদ্ধ করেছেন, জিআইইউ এর সকল স্তরের কর্মচারীকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের এ সহৃদয়তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জিআইইউ এর সকল কর্মকর্তা তাদের দায়িত্ব অনুসারে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের তথ্য উপস্থাপন করে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ইউনিটের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রাপ্ত তথ্যাদি সংকলনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাই।

(মোঃ আবদুল হালিম)

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.giupmo.gov.bd

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	১.১ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০২
	১.২ উদ্ভাবন (Innovation) কী?	০৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সম্পাদিত কার্যাবলী	
	২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৬
	২.২ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন	০৭
	২.৩ গবেষণা	০৮
	২.৪ লিয়াজোঁ ও আউটরিচ	০৮
তৃতীয় অধ্যায়	৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০
	৩.২ নাগরিক সনদ (Citizen Charter)	১৪
	৩.৩ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ	২৩
	৩.৪ নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি	২৯
	৩.৫ খাদ্য সংরক্ষণে কাইটোসান	৩১
	৩.৬ জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (NGAF)	৩৪
	৩.৭ পেনশন সহজিকরণ	৩৫
	৩.৮ বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR)	৩৯
	৩.৯ যানজট নিরসন	৪২
	৩.১০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals)	৪৫
চতুর্থ অধ্যায়	৪.১ "দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" কর্মসূচীর পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন	৪৯
পঞ্চম অধ্যায়	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৫৫

প্রথম অধ্যায়

১.১ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.২ উদ্ভাবন (Innovation) কী?

১.১ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোপরি 'ভিশন ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জিআইইউ'র ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ভিশন:

সুশাসন ও উদ্ভাবন বিষয়ে সরকারের থিংক ট্যাঙ্ক (Think Tank on Good Governance and Innovation)

মিশন:

প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা প্রদানে সুশাসন বিষয়ক সংস্কার এবং উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন

উদ্দেশ্য:

(১) সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building): সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে "সবার আগে নাগরিক" এ নতুন সংস্কৃতিকে বিকশিত করা ও একই সাথে সরকারি কর্মচারীদের নিম্নোক্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান;

ক. সেবা প্রদানে পদ্ধতিগত জটিলতা হ্রাস;
খ. সেবার মান উন্নয়ন;
গ. সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের অধিক সম্পৃক্ত করণ; এবং
ঘ. নাগরিকগণের জন্য সুফল নিশ্চিত করণ;

(২) উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন (Innovation and Implementation): উদ্ভাবনকে বিকশিত করণ এবং অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময় ও বাজেটের মধ্যে বাস্তবায়ন;

(৩) গবেষণা (Research): সুশাসনের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করে তা ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাকে সহায়তা করণ;

(৪) লিয়াজোঁ ও আউটরিচ (Liaison & Outreach): বাংলাদেশের সুশাসন বিষয়ক Think Tank হিসেবে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা।

কর্মপরিধি:

- সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকার কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন ও কৌশল প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (Pathfinder Ministry) কে নীতিগত সহায়তা প্রদান
- Pathfinder Ministry এবং এর অগ্রাধিকার প্রকল্প নির্ধারণের জন্য Steering Committee ও Strategy Committee এর সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান
- সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রম বা কর্মসূচির জরুরি সমন্বয় সাধন
- জনপ্রশাসন ও সরকারি সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও নতুন ধারণার আলোকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান
- আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অধিকার সনদ ও নাগরিক সেবা ব্যবস্থার উন্নততর বিকাশ (Innovation in service delivery) সংক্রান্ত চর্চা, গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ

- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সরকারি সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ (Best practices model and methods) এবং বাংলাদেশে সেবা ব্যবস্থাপনায় তার বাস্তবানুগ প্রতিফলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উপর্যুক্ত বিষয়াদি ছাড়াও সুশাসন বিষয়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ
- জিআইইউ প্রয়োজনবোধে সুশাসন বিষয়ক যে কোন কার্যক্রমের জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা বা ব্যক্তির কৌশলগত সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

জিআইইউ সাংগঠনিক স্তরঃ

ক. স্টিয়ারিং কমিটি (Steering Committee)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত সাত সদস্যের একটি Steering Committee রয়েছে। Steering Committee এর অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নরূপ:

- মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
- মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
- গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ২জন সংসদ সদস্য (১জন মহিলা+১জন পুরুষ)

কমিটির কার্যপরিধি

- কমিটি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হবে।
- কমিটি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

খ. স্ট্র্যাটেজি কমিটি (Strategy Committee)

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটকে কৌশলগত সহায়তা দেয়ার জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে একটি Strategy Committee গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নরূপ:

- মন্ত্রিপরিষদ সচিব
- মুখ্য সচিব
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, অর্থ বিভাগ
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- রেক্টর, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কমিটির কার্যপরিধি:

- সুশাসন বিষয়ক ইউনিটকে নীতিগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে।
- গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর অনুরোধে বা নিজ বিবেচনায় জিআইইউকে সুশাসন, নবতর উদ্ভাবন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

জিআইইউ কাঠামো

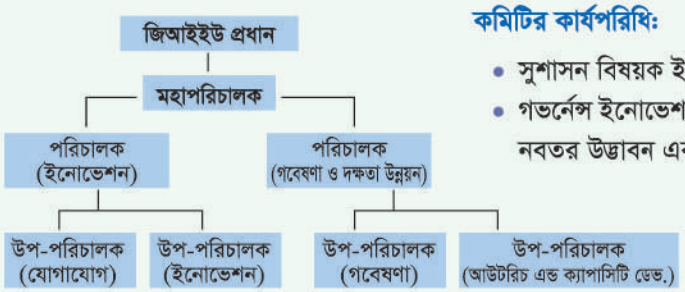

১.২ উদ্ভাবন (Innovation) কী?

উদ্ভাবনের (Innovation) মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। 'Innovation' শব্দটি সচরাচর অনেকের মনেই একটি প্রশ্নের উদ্রেক করে যে 'Innovation' বলতে কি বুঝায়। বাংলা একাডেমির অভিধান (English–Bangla Dictionary ৪র্থ সংস্করণ ২০১১) অনুযায়ী Innovation শব্দের অর্থ 'নব্যতা প্রবর্তন'; 'নূতন প্রবর্তন'; 'নবরীতি'; 'নবমার্গ'; 'নবধারা'; 'নবব্যবহার'। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত প্রশাসনিক পরিভাষা (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৩) অনুযায়ী Innovation শব্দটির অর্থ 'উদ্ভাবন'। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন বলতে বুঝায় 'an effective and unique answer to new problem or new answer to old problem.' GIU গণখাতে উদ্ভাবনকে নিম্নরূপভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকে। গণখাতে উদ্ভাবন হচ্ছে কোন সমস্যার এরূপ নতুন বা বিকল্প সমাধান যা বিদ্যমান আইন, বিধির পরিবর্তন ব্যতিরেকে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কম খরচে, কম সময়ে, স্বচ্ছতার সাথে ও হয়রানি ব্যতিরেকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করে। উদ্ভাবনের ধারণাকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে জিআইইউ Innovation এর কিছু প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে, যা নিম্নরূপ:

- **নতুনত্ব (Novelty):** সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গৃহীত কার্যক্রম কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন/উন্নতি সাধন করেছে কিনা?
- **কার্যকারিতা (Effectiveness):** গৃহীত কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট সেবা গ্রহীতা শ্রেণীর চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা এবং তা প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনে কিনা?
- **তাৎপর্য (Significance):** গৃহীত কার্যক্রম স্থানীয় সমস্যা হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে কিনা? এটি ব্যবস্থাপনার বা সমস্যা সমাধানের সাংগঠনিক কর্ম পরিবেশ বা প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন এনেছে কিনা?
- **বাস্তবায়নযোগ্যতা (Replicability):** গৃহীত কার্যক্রম সমজাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা এবং অন্যান্য নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে তা মডেল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য কিনা?
- **প্রক্রিয়া সহজিকরণ (Process simplification):** গৃহীত কার্যক্রম নাগরিক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে কিনা?
- **টেকসই ক্ষমতা (Sustainability):** গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা স্থায়ী বা টেকসই কিনা?

Innovation বা উদ্ভাবনের অন্যতম উদ্দেশ্য জনসাধারণকে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে হয়রানি মুক্তভাবে উন্নতমানের সেবা প্রদান। উদ্ভাবনের অন্যতম কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- সেবাসমূহ একত্রীকরণ
- সেবাপ্রদান বিকেন্দ্রীকরণ
- অংশীদারিত্ব
- জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ
- আইসিটির সুবিধা গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সম্পাদিত কার্যাবলী

২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি

২.২ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন

২.৩ গবেষণা

২.৪ লিয়াজোঁ ও আউটরিচ

২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Development)

(১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA)

সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য পারফর্ম্যান্স ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement-APA) মাধ্যমে সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জিআইইউ ১০০টি অধিদপ্তর/ সংস্থার চার শতাধিক কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রসায়ন শিল্পসংস্থার আওতাধীন ১৬টি প্রতিষ্ঠানের ৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কে সরকারের Annual Performance Agreement (APA) এর আওতায় আনয়ন

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জিআইইউ এর উদ্যোগে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বছরওয়ারী সুনির্দিষ্টভাবে অর্জন পরিমাপের জন্য সরকারের Annual Performance Agreement (APA) এর আওতায় নিয়ে এসে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। Assimilation of SDG in GPMS শিরোনামে প্রায় দুই শতাধিক কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের APA প্রণয়নে এসডিজি কে সম্পৃক্তকরণ ও এর বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সরকারি অফিস ও ব্যাপকভিত্তিক নাগরিক সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির বিষয়ে কৌশল ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে অধিকতর সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে "Implementing SDG through GPMS: A leadership Approach" শিরোনামে ৩টি ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন ৬০টি দপ্তরের দপ্তরপ্রধানগণসহ প্রায় দেড় শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণও উপস্থিত ছিলেন।

(৩) সরকারি দপ্তরসমূহে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন এবং সুবিধা নাগরিকের নিকট সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কার্যকরী সিটিজেন'স চার্টার (Citizen's Charter) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন অবদান রেখে আসছে। জনবান্ধব সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, ১০১টি দপ্তর, ১০টি সিটি কর্পোরেশন, সকল ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ৭০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সালের মার্চ হতে ২০১৬ সালের মে পর্যন্ত সময়ে ৪৪টি জেলায় সিটিজেন'স চার্টার বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে আনুমানিক ৭,০০০ (সাত হাজার) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিটিজেন'স চার্টার তৈরির একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবা সমূহকে সেবাগ্রহীতা বান্ধব করার লক্ষ্যে ১৬০ ধরণের সেবা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪) নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিতকরণ

ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহায় পশু কোরবানি করে থাকেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোরবানিদাতা পশু ক্রয় থেকে শুরু করে পশু জবাই পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি তার (কোরবানিদাতার) সুবিধামত স্থানে করে থাকেন। যত্রতত্র পশু কোরবানির ফলে বিবিধ স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত বিপত্তির সৃষ্টি হয় যা নানাবিধ বায়ু ও পানিবাহিত রোগ ও দুর্গন্ধ ছাড়াও নানারূপ পোকামাকড়ের জন্ম দেয়। কোরবানি পরবর্তী এ বিপত্তি মোকাবেলায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী জিআইইউ নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর পৌরসভার জন্য একটি নমুনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকালে কোরবানি পূর্ববর্তীকালে, কোরবানিকালে এবং কোরবানি পরবর্তীকালের কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত আটটি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ৮টি ধাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কোরবানি প্রদান নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১. কোরবানি পূর্ববর্তীকালের কার্যক্রম:

(ক) কোরবানির পশু সংখ্যার নিরিখে কোরবানির স্থান নির্ধারণ ও কোরবানি প্রদানের উপযোগীকরণ
(খ) কোরবানির পশু জবাইকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি
(গ) জনমত গঠন ও প্রচার
(ঘ) বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান
(ঙ) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা
(চ) সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণও তার সংস্থান

২. কোরবানি কালের কার্যক্রম: সুষ্ঠুভাবে কোরবানি প্রদান নিশ্চিতকরণ

৩. কোরবানি পরবর্তীকালের কার্যক্রম: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

২.২ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন

২.২.১ উদ্ভাবনী ধারণার/ সদাচার (good practice) বাস্তবায়ন:

জিআইইউ এর উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি সদাচার উদ্ভাবনী ধারণা-

১.১ দূরপাল্লার বাসে চালকের জন্য সিটবেল্ট সংযোজন;
১.২ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর স্থান সাশ্রয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি;
১.৪ দুর্গম এলাকায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো;
১.৫ পলিথিন এর বিকল্প হিসেবে নেট, কাগজ, তুলা ও পাটের ব্যবহার;
১.৬ পর্যটক সেবা বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
১.৭ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো;
১.৮ সৌদি আরব, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গৃহকর্মী প্রেরণের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১.৯ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কর্মকর্তাদের কারণ দর্শানোর বিষয়টি নিস্পত্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;
১.১০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তরে ই কার্ড চালু;
১.১১ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাধারণ যাত্রীদের জন্য wi-fi চালুকরণ;
১.১২ ট্রেনে পচনশীল পণ্য পরিবহণে আলাদা বগির ব্যবস্থা;
১.১৩ সরকারি কর্মচারীর এলপিসি হাতে না লিখে কম্পিউটারে মুদ্রিতকরণ;
১.১৪ মান অনুযায়ী রেস্টুরেন্টের শ্রেণীকরণ।

২.২.২ পেনশন সহজিকরণ:

জিআইইউ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পেনশন সহজিকরণ আদেশ ২০০৯ এ পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করে পরিপত্র জারি করেছে। উক্ত স্মারকের ২.০৫(ক), ২.০৬(ক), ২.০৭(ক) ও (গ), ৩.০১, ৪.১০, ৪.১৪, সংযোজনী-৩, সংযোজনী-৪, সংযোজনী-৯খ সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংশোধন/ সংযোজন নিম্নরূপ:

১. পেনশন মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষ পেনশন আবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে না-দাবী প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীর কাছে কোন দাবী নাই ধরে পেনশন কেইস নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
২. উত্তরাধিকার বা বিবাহ সংক্রান্ত সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ও সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হতে নেয়া যাবে।
৩. পেনশন কেইসের কোন অংশ সম্পর্কে হিসাব রক্ষণ অফিসের আপত্তি থাকলে কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে তা নিস্পত্তি করতে হবে।
৪. এছাড়াও জিআইইউ এর সুপারিশ মোতাবেক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আব্যশকীয় অংশে কর্মকৃতি নির্দেশক (Performance Indicator) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২.৩ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন:

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ অনুসারে একজন ছেলে ও মেয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ হলেও বাংলাদেশে এ বয়স সীমার নীচে ৫২% মেয়ের বিবাহ হয়ে থাকে। এর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত জুলাই ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত

গার্লস সামিটে নিম্নোক্ত তিনটি অঙ্গীকার করেন-

- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নীচে বাল্যবিবাহকে শূণ্য করা
- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে সংঘটিত বাল্যবিবাহের হারকে এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা
- ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি নির্মূল করা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকার রক্ষায় জিআইইউ উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করে যাচ্ছে। জিআইইউ মনে করে বাল্যবিবাহের জন্য অন্য যে সকল কারণকেই দায়ী করা হোক না কেন যিনি বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তার সহায়তা ছাড়া পাত্র/ পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে বিবাহ নিবন্ধক ও সৌখিন বিবাহ পড়ানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে তাদের ডাটাবেজ প্রস্তুতের মাধ্যমে শতভাগ বিবাহকে রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় এনে বাল্যবিবাহ নিরোধ সম্ভব। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জিআইইউ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে ৬৪টি জেলার সৌখিন বিবাহ পড়ানোর কাজে নিয়োজিত ৬৪,৭৬৪ জন ব্যক্তির ডাটাবেস প্রস্তুত করেছে এবং তাদের ৪৫% কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২.৩ গবেষণা

(১) খাদ্য সংরক্ষণে কাইটোসানের ব্যবহার: জিআইইউ'র পৃষ্ঠপোষকতায় পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মোবারক আহমদ খান ও তাঁর গবেষণা দল বিকিরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে চিংড়ির খোসা থেকে কাইটোসান নামক একটি প্রাকৃতিক উপাদান আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন যা গবেষণাগারের পরীক্ষায় ফলমূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদি সংরক্ষণে অত্যন্ত কার্যকরী পরিলক্ষিত হয়েছে। কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং দেশীয় প্রযুক্তি ও বিকিরণ পদ্ধতি ব্যবহার করায় উৎপাদিত কাইটোসান প্রিজারভেটিভ অত্যন্ত মূল্যসাশ্রয়ী। জিআইইউ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর এবং রাজশাহীতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, ফল ব্যবসায়ী, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে কাইটোসান বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাইটোসানের গবেষণালব্ধ ফলাফল অবহিত করে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে কাইটোসানের উৎপাদন ও বাণিজ্যিকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই কাইটোসান প্রিজারভেটিভ হিসেবে বাজারে আসবে।

(২) "বাল্যবিবাহ রোধে জিআইইউ'র উদ্যোগ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা পর্যালোচনা শীর্ষক সমীক্ষা" সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং এর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে জিআইইউ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(৩) সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম।

(৪) বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Annual Performance Appraisal Report-APAR): জিআইইউ গবেষণায় দেখা গিয়েছে সরকার কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সুফল পেতে হলে ব্যক্তির কর্মকৃতির সাথে সংযোগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত এপিআর ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে APAR মডেলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পঞ্জিকাবছর ভিত্তিক মূল্যায়নের পরিবর্তে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মতোই অর্থবছর ভিত্তিক মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। APAR এ কর্মকৃতি ভিত্তিক, ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে। এক্ষেত্রে নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন ভাগে ভাগ করে মূল্যায়নের জন্য পৃথক মূল্যায়ন কাঠামো ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ফলাফলের সাথে ব্যক্তি কর্মকর্তার মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২.৪ লিয়াজোঁ ও আউটরিচ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তার আউটরিচ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইনোভেশন, গভর্নেন্স, পাবলিক পলিসি ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রায়োগিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায়, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের "কার্টিন ইউনিভার্সিটি সাসটেইনেবল পলিসি ইন্সটিটিউট" (সিইউএসপি) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সাথে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে সিইউএসপি হতে দু'জন অধ্যাপক বাংলাদেশে আসেন এবং জিআইইউ আয়োজিত ২টি কর্মশালায় এসডিজি বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩.২ নাগরিক সনদ (Citizen Charter)
৩.৩ বাল্যবিবাহ নিরোধ
৩.৪ নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি
৩.৫ খাদ্য সংরক্ষণে কাইটোসান
৩.৬ জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (NGAF)
৩.৭ পেনশন সহজিকরণ
৩.৮ বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR)
৩.৯ যানজট নিরসন
৩.১০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) বিষয়ক

সক্ষমতা বৃদ্ধি

৩.১.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন ১০০টি অধিদপ্তর/ সংস্থার ৪ শতাধিক কর্মকর্তাবৃন্দকে ১০টি ব্যাচে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের শিরোনাম ছিলো 'Assimilation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Government Performance Management System (GPMS)'. এখানে উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) এর একটি প্রধান অংশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনে APA এর কাঠামোকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটিই এ প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিলো। যে সমস্ত সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন, তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: অধিদপ্তর/ সংস্থা	সংস্থার সংখ্যা
১.	**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়** ১. বাংলাদেশ কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) ২. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	২
২.	**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়** ১. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ২. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৪. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
৩.	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়** ১. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	২
৪.	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়** ১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১
৫.	**কৃষি মন্ত্রণালয়** ১. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৩. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৫. সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সী	৫
৬.	**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়** ১. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ২. বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: অধিদপ্তর/ সংস্থা	সংস্থার সংখ্যা
৭.	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়** ১. অফিস অব দি রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস ২. আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৩. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৪. ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ৫. বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	২
৮.	**সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ** ১. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ২. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ৩. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৩
৯.	**খাদ্য মন্ত্রণালয়** ১. খাদ্য অধিদপ্তর	১
১০.	**শিক্ষা মন্ত্রণালয়** ১. কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর ২. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ৩. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
১১.	**বিদ্যুৎ বিভাগ** ১. ডেসকো ২. ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড ৩. পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৪. পাওয়ার সেল ৫. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৫

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: অধিদপ্তর/ সংস্থা	সংস্থার সংখ্যা
১২.	**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ** ১. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ২. তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ৩. বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন ৪. বিস্ফোরক অধিদপ্তর	৪
১৩.	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়** ১. পরিবেশ অধিদপ্তর ২. বন অধিদপ্তর ৩. বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	৩
১৪.	**মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয়** ১. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২. মৎস্য অধিদপ্তর ৩. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৩
১৫.	**অর্থ বিভাগ** ১. অফিস অফ দি কন্ট্রোলার জেনারেল অফ একাউন্টস ২. দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ	২
১৬.	**অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ** ১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১
১৭.	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ** ১. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	১
১৮.	**গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়** ১. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২. গণপূর্ত অধিদপ্তর ৩. চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪. জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৫. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ৭. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৮. স্থাপত্য অধিদপ্তর	৮
১৯.	**শিল্প মন্ত্রণালয়** ১. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ২. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ৩. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ৫. বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ৬. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	৬

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: অধিদপ্তর/ সংস্থা	সংস্থার সংখ্যা
২০.	**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়** ১. পাট অধিদপ্তর ২. বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ৩. বাংলাদেশ বস্ত্র কারখানা কর্পোরেশন ৪. বস্ত্র পরিদপ্তর	৪
২১.	**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়** ১. কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের কার্যালয় ২. শ্রম পরিদপ্তর	২
২২.	**আইন ও বিচার বিভাগ** ১. নিবন্ধন পরিদপ্তর	১
২৩.	**ভূমি মন্ত্রণালয়** ১. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২. ভূমি সংস্কার বোর্ড	২
২৪.	**স্থানীয় সরকার বিভাগ** ১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২. খুলনা ওয়াসা ৩. চট্টগ্রাম ওয়াসা ৪. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৫. ঢাকা ওয়াসা	৫
২৫.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ** ১. সমবায় অধিদপ্তর ২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২
২৬.	**পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ** ১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	১
২৭.	**ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ** ১. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড ২. বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	২
২৮.	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ** ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ৩. বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩
২৯.	**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়** ১. ওয়াকফ প্রশাসক ২. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩. বাংলাদেশ হজ্জ অফিস	৩

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: অধিদপ্তর/ সংস্থা	সংস্থার সংখ্যা
৩০.	**সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়** ১. সমাজসেবা অধিদফতর	১
৩১.	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়** ১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২. বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	২
৩২.	**নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়** ১. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ৩. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ৫. মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ৬. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	৬

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: অধিদপ্তর/ সংস্থা	সংস্থার সংখ্যা
৩৩.	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়** ১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
৩৪.	**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়** ১. ক্রীড়া পরিদপ্তর ২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২
৩৫.	**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়** ১. জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	১
৩৬.	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়** ১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	১
	সর্বমোট =	১০০

উল্লিখিত অধিদপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের অনেকেই তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথা সংস্থার প্রধানগণকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) প্রক্রিয়ার সাথে আরো সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাঁদের সংস্থা প্রধানগণকেও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জিআইইউকে অনুরোধ করেন।

এ অনুরোধের যথার্থতা অনুভব করার প্রেক্ষিতে এছাড়া উল্লিখিত অধিদপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণের উপস্থিতিতে 'Implementing SDG through GPMS: A Leadership Approach' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালার পূর্বেই সংস্থা প্রধানগণের নিকট উপস্থাপনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কর্মশালাকে ফলপসূ করার স্বার্থে উপস্থাপনার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একটি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে সংস্থা প্রধানগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

প্রশ্নমালাটি নিম্নরূপ:

১. অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণের উপস্থাপনার বিষয়বস্তু: দপ্তর/ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে আপনার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করুন। (ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, উল্লেখযোগ্য অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কার্যক্রমের সংখ্যা, কর্মসম্পাদন সূচকের সংখ্যা ইত্যাদি)

২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনি মনে করেন কি? যদি রাখতে পারে বলে মনে করেন, তবে আপনার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি থেকে কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন। (যেমন, কোন বিশেষ কার্যক্রমে বিগত বছরের প্রকৃত অর্জনের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (target) পরিমাণ কি প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে? যদি না বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এর কারণ হিসেবে আপনি কি মনে করেন?)

৩. ক. আপনি কি মনে করেন, আপনার প্রতিষ্ঠানের সকল গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ APA তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে যে সমস্ত উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনার পরিকল্পনা কী?

খ. বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic Objectives) আপনার সংস্থার কর্মসম্পাদনে গুণগত উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে কী? আপনি এতে কোন সংযোজন/ বিয়োজন করেছেন কি?

৪. আপনার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

৫. আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের নিকট বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তথা সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) ব্যাপকভাবে পরিচিত করার জন্য আপনার পরিকল্পনা কী?

৬. আপনার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে পদ্ধতির (process) চেয়ে ফলাফলের (output) উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে করেন কি? সেক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করুন।

৭. আপনার অধীনস্ত দপ্তরসমূহ তথা মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা কী?

৮. ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিদ্যমান কাঠামোর কী কী দুর্বলতা/ অসম্পূর্ণতা/ ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে?

খ. উক্ত দুর্বলতা/ অসম্পূর্ণতা/ ত্রুটি দূর করার ক্ষেত্রে কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

৯. আপনার সংস্থা কোন রাষ্ট্রয়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলে আপনার প্রতিষ্ঠানে মুনাফা বৃদ্ধি অথবা ক্ষতি কমানোর সাথে সংশ্লিষ্ট কি কি outcome/ activity/ performance indicator রয়েছে?

১০. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal-SDG) অর্জনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামোকে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান APA তে SDG'র ১৭টি goal এর আওতাধীন ১৬৯টি target এর সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রম (activity) ও কর্মসম্পাদন সূচক (performance indicator) সমূহ উল্লেখ করুন।

১১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কাঠামোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন।

সংস্থা প্রধানগণের সমন্বয়ে আয়োজিত প্রথম কর্মশালাটিতে তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, এ ধরণের কর্মশালা তথা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামোকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিব মহোদয়ের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ করা প্রয়োজন। তাঁদের এ মতামতের প্রেক্ষিতে একই শিরোনামে আরো দুইটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। আয়োজিত এ কর্মশালাসমূহে ৬০টি সংস্থার প্রধান ও ২৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩.১.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের পাশাপাশি জিআইইউ ২০১৫-১৬ অর্থ বছর এ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন ৫টি সংস্থা (বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কর্তৃপক্ষ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড) ও আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের শিরোনাম ছিলো 'Effective Implementation of GPMS: A Holistic Approach'. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দও এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ২টি ব্যাচে সম্পন্ন এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিলো ৭০ জন।

৩.১.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

ক. শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাথে এর অধীনস্থ শিল্প কারখানাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বিসিআইসি জিআইইউকে তাঁর প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতার অনুরোধ করেন। এর প্রেক্ষিতে জিআইইউ ঘোড়াশালে অবস্থিত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ (TICI) এ দুইটি ২ (দুই) দিনব্যাপী কর্মশালার মাধ্যমে কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ কর্মশালাটির শিরোনাম ছিলো 'Effective Formulation of Annual Performance Agreement (APA)'.

খ. এছাড়া ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ন্যাশনাল একাডেমী ফর এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (NAEM) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় জিআইইউ'র কর্মকর্তাবৃন্দ রিসোর্স পারসন হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

৩.২ নাগরিক সনদ প্রণয়ন

"Citizen's Charter is considered as an efficient, appropriate, and relevant mode of delivering quality services on the basis of citizen's interests, needs, and aspiration as well as encouraging their participation in the formulation and implementation of policies that are essential to their daily life. In this regard attention is given in keeping the cost of producing services low, timely delivery of services, efficient functioning of complaint system, and establishing close proximity between service producer and citizens."

নাগরিক সনদ প্রবর্তনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২১ মে, ২০০৭ সালে পরিপত্র জারি করে। তারই ধারাবাহিকতায় সচিবালয় নির্দেশ মালা -২০০৮ এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিকন্তু নাগরিক সনদকে কার্যকরী করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২০০৯-২০১৪ তে পাইলটিং করা হয়। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ২০১২ সালে সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সাথে নাগরিক সনদকে ফলপ্রসূ করার কাজে সম্পৃক্ত হয়। অতঃপর ২০১৪ সালে এ প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেলে এ ইউনিট নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে নাগরিক সনদের কার্যকর প্রচলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। শুরু থেকেই এ ইউনিট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর/ সংস্থা সহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রচলনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভার ব্যবস্থা করে আসছে। জিআইইউ'র উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে গণখাতে প্রবর্তিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে নাগরিক সনদকে এ চুক্তির আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জিআইইউ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর/ সংস্থা সহ জেলা প্রশাসনের নাগরিক সনদে বেশ কিছু, ত্রুটি বিচ্যুতি বা দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে। এ সকল দালিলিক দুর্বলতার বাইরেও সনদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কতিপয় অন্তরায়কে সনাক্ত করেছে। মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা/ অন্তরায় এবং ত্রুটি বিচ্যুতি বা দুর্বলতার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে জনবান্ধব ও ব্যবহার উপযোগী নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও প্রবর্তনে এ ইউনিট উদ্ভাবনী কলাকৌশল অবলম্বন করে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জন্য জন্য প্রণীত নাগরিক সনদ কাঠমো সঠিকভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নাগরিক সনদের উদ্দেশ্য

ক. সেবা প্রাপ্তি সহজিকরণ;
খ. সেবা প্রাপ্তি সুলভ করা;
গ. সেবা প্রদান পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনয়ন;
ঘ. সেবা প্রদানকারী দপ্তরের দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

জেলা প্রশাসন পাবনা আয়োজিত
"নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন"
শীর্ষক কর্মশালা।

নাগরিক সনদে সচরাচর যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি/ ব্যত্যয় / দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়

১. সেবার নাম সঠিকভাবে না থাকা, একই নামের মধ্যে একাধিক সেবাকে অন্তর্ভুক্ত রাখা;
২. ইনপুট এবং প্রসেসকে সেবা হিসাবে দেখানো;
৩. সেবার ধরণ/ গ্রহীতার ভিন্নতা অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে সেবার নাম নাগরিক সনদে উল্লেখ না করা;
৪. রুটিন কাজ যেমন: প্রটোকল/ বদলী/ মামলা জবাব/ সার্কিট হাউস ব্যবস্থাপনা নাগরিক সনদে উল্লেখ করা;
৫. সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ এর বিভিন্ন স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ না করে সেবা প্রদানের জন্য সময় নির্ধারণ করা;
৬. সেবা প্রদানের জন্য যুক্তিসংগত ভাবে সময় নির্ধারণ না করা;
৭. সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় সুনির্দিষ্ট না থাকা (যেমন: ৩-৪ মাস);
৮. শর্ত সাপেক্ষে সময় নির্ধারণ করা (যেমন: তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৭ দিন);
৯. পঞ্জিকা দিবস বা কর্মদিবস তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা;
১০. আবেদন পত্রের কোন নির্ধারিত ফরম্যাট/ কি কি তথ্য উপাত্ত থাকা প্রয়োজন তা উল্লেখ না থাকা;
১১. আবেদনপত্রের সাথে সংযোজনী হিসাবে যে সকল দলিল/ দস্তাবেজ, ডকুমেন্ট প্রয়োজন হয় তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকা;
১২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাগজপত্র দাবী করা;
১৩. চাহিত কাগজপত্র এর ধরণ (মূল/ সত্যায়িত/ ফটোকপি/ কপির সংখ্যা) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা;
১৪. প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের কলামে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ না করে "নীতিমালা/ আইন অনুযায়ী" শব্দগুলো ব্যবহার করা;
১৫. সেবাদানকারী অফিস নিজে যে সকল কাগজপত্র দিবে সে গুলো সেবা গ্রহীতার নিকট থেকে চাওয়া;
১৬. কাগজপত্রের প্রাপ্তিস্থান হিসাবে একটি মাত্র উৎসের নাম উল্লেখ করা;
১৭. সেবা মূল্য কোন হিসাব নম্বরে/ কোডে/ কোথায়, কখন, কিভাবে জমা প্রদান করতে হবে সে তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা;
১৮. দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ না করা;
১৯. আপিল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত তথ্য না থাকা;
২০. নাগরিক সনদকে কেবল সেবা প্রদানকারীকে জবাবদিহি করার অস্ত্র বলে ধরে নেয়া;
২১. অন্য কার্যালয়ের নাগরিক সনদকে কোনরূপ সম্পাদনা ব্যতীত ব্যবহার করা;
২২. কার্যাবলিকে নাগরিক সনদ হিসাবে চালিয়ে দেওয়া।

নাগরিক সনদ বাস্তবায়নে কতিপয় অন্তরায়

১. নাগরিক সনদকে সেবা প্রদানের আধুনিক টুলের পরিবর্তে বাড়তি ঝামেলা মনে করা;
২. নাগরিক সনদের অন্তর্নিহিত সুবিধা বুঝতে না পারা এবং তা কর্মচারীদের মধ্যে ভালভাবে তুলে না ধরা;
৩. পেশাগত সক্ষমতার অভাবে-
   - সেবা সহজে প্রদানের ক্ষেত্রে অদৃশ্য বিপদের ভয়ে থাকা;
   - সেবা প্রদানের পরিবর্তে সেবা প্রক্রিয়া অনুসরণকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া ;
   - পূর্বে অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করাকে নিরাপদ এবং পরিবর্তনকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা;
   - মাত্রাতিরিক্ত তদন্ত প্রতিবেদন নির্ভরতা;
   - সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রোএক্টিভ না হয়ে রিএক্টিভ ভূমিকা পালন করা;
   - সেবা প্রদানে আইন, বিধি বিধানের সীমাবদ্ধতার অজুহাত দেওয়া ;
   - কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং তদানুযায়ী জনবল/ লজিস্টিক সার্পোট না থাকার অজুহাত দেওয়া।
৪. নাগরিক সনদ ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ বিষয়ে কারিগরী জ্ঞানের অপ্রতুলতা;
৫. সেবা প্রদানকে দায়িত্বের পরিবর্তে ক্ষমতা ভাবা;
৬. নাগরিক সনদ অনুসারে সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর না করা।

টেবিল ১: নাগরিক সনদ বা সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতির জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জন্য নমুনা

ক্রমিক	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘণ্টা/ দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র প্রাপ্তির স্থান	সেবামূল্য/ ফি/ চার্জেস (ট্রেজারি চালানের খাত বা কোডসহ কখন, কিভাবে জমা দেওয়া যাবে তার উল্লেখ থাকতে হবে)	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, বাংলাদেশের কোড, জেলা, উপজেলা কোডসহ সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল এড্রেস উল্লেখ করতে হবে।)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ যার কাছে অভিযোগ জানানো/ আপীল করা যাবে (কর্মকর্তার পদবী, বাংলাদেশের কোড, জেলা/ উপজেলা কোড সহ টেলিফোন, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল এড্রেস উল্লেখ করতে হবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

জেলা প্রশাসন নওগাঁ ও বাগেরহাট আয়োজিত "নাগরিক সনদের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জিআইইউ মহাপরিচালক মোঃ আবদুল হালিম।

নাগরিক সনদ তৈরির নির্দেশিকা:

নাগরিক সনদ প্রস্তুতকালে যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন

উপাদান	করণীয়
সেবার নাম	• সেবার নাম সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে; • সেবার নাম দ্বারা কোন একটি সেবা প্রদান করা হবে এমন অবস্থাকে বুঝাতে হবে। সেবা শুরু বা সেবাদান প্রক্রিয়া নয়। • সেবা গ্রহীতার ধরণ/ ভিন্নতা অনুসারে আলাদা কাগজপত্রের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে সেবার নাম ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন: সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে বন্দুক/ রাইফেল লাইসেন্স প্রদান প্রদান, সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে পিস্তল/ রিভলভার লাইসেন্স প্রদান, বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাকে বন্দুক/ রাইফেল লাইসেন্স প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দুক/ রাইফেল লাইসেন্স প্রদান, বার্ধক্যজনিত কারণে বন্দুক/ রাইফেলের লাইসেন্স হস্তান্তর ইত্যাদি। • সাধারণ নাগরিক, অন্য অফিস, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতিকে প্রদত্ত সেবা; • রুটিন হিসাবে প্রদত্ত নয়, স্বীয় অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত এরূপ সেবা (যেমন শিক্ষা ছুটি প্রদান, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা মঞ্জুর); • রুটিন কাজ, পাক্ষিক/ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা বা অন্য মামলা অন্তর্ভুক্ত হবে না।
প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/ দিন/ মাস)	• সেবা গ্রহীতার নিকট চাহিত সেবা তুলে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে; • কোন সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট আইনে যে সময় উল্লেখ থাকে তা ঐ সেবা প্রদানের সর্বোচ্চ সময় নাগরিক সনদে উল্লিখিত সর্বোচ্চ সময় আইন বা বিধিতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সময় হতে কম রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। সময়ের এই সাশ্রয়টুকুই প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নির্দেশ করে; • আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলে একটি সেবা প্রদানে যুক্তি সংগত সর্বোচ্চ সময় নাগরিক সনদে উল্লেখ করতে হবে; • সেবা প্রদানের যুক্তি সংগত সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণের জন্য সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ এর বিভিন্ন স্বীকৃত অনুশীলন অনুসরণ করা যেতে পারে; • তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বা মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে কোন সময় উল্লেখ করা যাবেনা; • নাগরিক সনদ প্রবর্তনের পূর্বে কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সময় লেগেছে, সনদ প্রবর্তনের পর সময় তার চেয়ে কমবে; কোনক্রমেই পূর্বের চেয়ে বেশী সময় নেয়া যাবেনা।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• "প্রয়োজনীয় কাগজপত্র" দ্বারা কোন সেবা গ্রহণের জন্য সেবা গ্রহণকারীকে আবেদনপত্র সহ যে সকল দলিল, দস্তাবেজ কাগজপত্র দাখিল করতে বা পরবর্তী সময়ে প্রদান করতে হবে সে গুলোকে বুঝানো হয়েছে; • কোন সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন পত্রের নির্দিষ্ট ফরম্যাট/ ফর্ম থাকলে তা বাংলাদেশ ফর্ম নম্বরসহ উল্লেখ করতে হবে;

উপাদান	করণীয়
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• যে সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে ছাপানো ফর্মে আবেদন করতে হবে, তা উল্লেখ করতে হবে; • সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণ যতদূর সম্ভব পরিহার করে তদস্থলে স্থানীয়ভাবে নমুনা আবেদন তৈরি করে তদনুযায়ী আবেদন করার জন্য সেবা প্রত্যাশীদের অনুরোধ জানাতে হবে; • আবেদন পত্রে কী কী তথ্য থাকা প্রয়োজন তা নাগরিক সনদে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন; • একটি সেবা প্রদানের জন্য সেবা গ্রহীতাকে আবেদনপত্রসহ যে সমস্ত কাগজপত্র/ ডকুমেন্ট প্রদান করতে হয়, (সংযুক্তির) তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ করতে হবে; • কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/ বিধিতে আবেদনকারীকে যে সকল কাগজপত্র সহ আবেদন করতে হয় তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এর উল্লেখ থাকলে তা নাগরিক সনদে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে; (আইন, বিধি অনুযায়ী লেখা যাবে না।); • আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলে একটি সেবা প্রদানে যুক্তিসংগত ন্যূনতম কাগজপত্র চাইতে হবে; • চাহিত কাগজপত্র এর ধরণ (মূল/ সত্যায়িত/ ফটোকপি/ কপির সংখ্যা) নাগরিক সনদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে; [চাহিত কাগজপত্রের অসম্পূর্ণ তালিকা সেবাপ্রদানকারী ও সেবাপ্রার্থী উভয়ের জন্য অনেক অনাবশ্যক সমস্যার সৃষ্টি এবং সময় ক্ষেপণ করে। পক্ষান্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা শুধুমাত্র সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দায়িত্ব পালনেই সহায়তা করবেনা বরং সেবা সংশ্লিষ্ট নন এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।]
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির স্থান	• চাহিত সেবার সেবাপ্রদানকারি অফিস থেকে যে সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলোর প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করতে হবে। প্রাপ্তিস্থান হিসাবে একাধিক স্থান যেমন ওয়েব ঠিকানা, ফ্রন্ট ডেস্ক ও শাখার নাম উল্লেখ করতে হবে; • স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তিস্থান বুঝা যায়, যেমন জাতীয়তা পরিচয়পত্র, জন্ম সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ এ ধরণের কাগজপত্রের প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।
সেবা মূল্য/ ফি/ চার্জ	• সেবা মূল্য বলতে সরকারি ফি/ চার্জ বুঝায়; • সেবা মূল্য কিভাবে প্রদান করতে হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে; • ফি/ চার্জ কোর্ট ফি আকারে, স্ট্যাম্পের দ্বারা প্রদান, ট্রেজারি চালানের দ্বারা জমা প্রদান, নগদ প্রদান বা ব্যাংকে জমা দিতে হবে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে; • চালানের মাধ্যমে জমাপ্রদানের ক্ষেত্রে চালানের খাত বা কোড স্পষ্টভাবে লিখতে হবে; • ব্যাংকে জমাদানের ক্ষেত্রে হিসাব নম্বরসহ ব্যাংক ও শাখার নাম উল্লেখ করতে হবে; ফি/ চার্জ কখন প্রদান করতে হবে তা উল্লেখ করতে হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	• শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝায়। সেবাগ্রহণকারিগণ সচরাচর যে কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে থাকেন। • কর্মকর্তার পদবী, বাংলাদেশের কোড, জেলা/ উপজেলা কোড সহ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে; (যেমন ঢাকার ক্ষেত্রে +৮৮০২ টেলিফোন নম্বরের পূর্বে লিখতে হবে); • বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে সেবাপ্রার্থী যেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপাদান	করণীয়
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যার কাছে আপীল/ অভিযোগ করা যাবে	• শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সচরাচর যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নথি উত্থাপন করেন। শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে ইপ্সিত সেবা না পেলে বা কোন রকম অসৌজন্যমূলক আচরণের শিকার হলে সচরাচর যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে সেবাগ্রহীতাগণ অভিযোগ করে থাকেন এরূপ কর্মকর্তাকে বুঝায়। (যেমন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ক্ষেত্রে কোন সহকারী কমিশনারের কাজে বা আচরণে অসন্তুষ্ট হলে সাধারণত সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কাছে লোকজন মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়ে থাকেন।) তবে, যে ক্ষেত্রে আইন/ বিধি বা কোন আদেশে আপীল কর্মকর্তার বর্ণনা দেওয়া আছে নাগরিক সনদ দ্বারা তার ব্যতিক্রম ঘটানো যাবেনা। • ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদবী, বাংলাদেশের কোড, জেলা/ উপজেলা কোড সহ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে;

নাগরিক সনদ কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

বিদ্যমান নাগরিক সনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্তরায় দূর করে জনবান্ধব সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন, বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, ১৫০টি সংস্থা, ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৬৪ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রায় ৯০০ কর্মকর্তাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ১৮ জেলার ১০০০ এর অধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মশালার মাধ্যমে হাতে কলমে সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

কর্মশালা, প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিআইইউ, জুলাই ২০১৫ হতে জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, নড়াইল, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, ফেনী, লক্ষীপুর, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ শরিয়তপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও সিরাজগঞ্জসহ ২৮টি জেলায় জনবান্ধব নাগরিক সনদ প্রবর্তন বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপপরিচালক সমাজসেবা সহ ২ হাজারের বেশী কর্মকর্তা কর্মচারী মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

কর্মকালীন মনিটরিং

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবাদান নিশ্চিতকরণের জন্য ইলেক্ট্রনিক বা হার্ড কপি যেভাবেই নথি পরিচালনা করা হোক না কেন, প্রথম নোটদানকারী বা নথি উত্থাপনকারীকে নোটের প্রথম অনুচ্ছেদে বিবেচ্য আবেদন বা পত্র প্রাপ্তির তারিখ, তা প্রাপ্তি থেকে নোটদান পর্যন্ত কতদিন সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং নাগরিক অধিকার সনদ বা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর কতদিন সময় অবশিষ্ট আছে তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে। এভাবে কোন একটি বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পক্ত প্রত্যেকেই ব্যয়িত এবং অবশিষ্ট সময় উল্লেখ করবে। এতে সময়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের নজরে থাকবে। ফলশ্রুতিতে সেবা প্রদানকারী অফিসের জন্য নাগরিক সনদে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে থেকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি/ নাগরিক সনদে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সেবার তালিকা

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
১.	কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন
২.	সরকারি দপ্তরের অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
৩.	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
৪.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
৫.	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
৬.	প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
৭.	প্রবাসীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
৮.	গবাদি পশু বা দুগ্ধখামার, হাঁস-মুরগি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে-শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
৯.	ব্যক্তির অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
১০.	ধর্মীয় স্থাপনার অনুকূলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
১১.	শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
১২.	জলমহাল ইজারা প্রদান
১৩.	জলমহাল ইজারা নবায়ন
১৪.	বালুমহাল ইজারা প্রদান
১৫.	বালুমহাল ইজারা নবায়ন
১৬.	অর্পিত সম্পত্তির ইজারা নবায়ন
১৭.	অর্পিত সম্পত্তির ইজারাদারের নাম পরিবর্তন
১৮.	ইজারা সম্পত্তির মেরামতের অনুমোদন
১৯.	হাট বাজারের চান্দিনাভিটির লাইসেন্স প্রদান
২০.	হাট বাজারের চান্দিনাভিটির লাইসেন্স নবায়ন
২১.	বিনিময় সম্পত্তি অবমুক্তকরণ
২২.	সরকারি/ আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অনুকূলে জমি অধিগ্রহণ
২৩.	অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান (রেকর্ডীয় মালিকের ক্ষেত্রে)
২৪.	ক্রয়সূত্রে মালিকের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান
২৫.	ওয়ারিসসূত্রে মালিকের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান
২৬.	পাওয়ার অফ এ্যাটর্নীর মাধ্যমে মালিকানার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান
২৭.	আদালতের মাধ্যমে মালিকানা নির্ধারণ অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান
২৮.	আমমোক্তার নামা বৈধকরণ
২৯.	লৌহজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
৩০.	লৌহজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৩১.	লৌহজাত দ্রব্য এর ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৩২.	সিমেন্ট বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৩৩.	সিমেন্ট বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৩৪.	সিমেন্ট বিক্রয়ের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৩৫.	মিল্কফুড বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৩৬.	মিল্কফুড বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৩৭.	মিল্কফুড বিক্রয়ের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৩৮.	স্বর্ণ জুয়েলারীর ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৩৯.	স্বর্ণ জুয়েলারীর ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৪০.	স্বর্ণ জুয়েলারীর ডুপ্লিকেট ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৪১.	স্বর্ণ কারিগরীর ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৪২.	স্বর্ণ কারিগরীর ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৪৩.	স্বর্ণ কারিগরীর ডুপ্লিকেট ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৪৪.	পাইকারী সুতা বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৪৫.	পাইকারী সুতা বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৪৬.	পাইকারী সুতা বিক্রয়ের ডুপ্লিকেট ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৪৭.	খুচরা সুতা বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৪৮.	খুচরা সুতা বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৪৯.	খুচরা সুতা বিক্রয়ের ডুপ্লিকেট ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৫০.	পাইকারী ও খুচরা কাপড় বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৫১.	পাইকারী ও খুচরা কাপড় বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৫২.	পাইকারী ও খুচরা কাপড় বিক্রয়ের ডুপ্লিকেট ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৫৩.	সিগারেট (পাইকারী) বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৫৪.	সিগারেট (পাইকারী) বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৫৫.	আবাসিক হোটেল নিবন্ধন
৫৬.	রেস্তোঁরার রেজিস্ট্রেশন/ নিবন্ধন
৫৭.	হোটেল (আবাসিক) লাইসেন্স প্রদান
৫৮.	রেস্তোঁরার লাইসেন্স প্রদান

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
৫৯.	হোটেল (আবাসিক) লাইসেন্স নবায়ন
৬০.	রেস্তোঁরার লাইসেন্স নবায়ন
৬১.	হোটেল (আবাসিক) এর ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৬২.	রেস্তোঁরার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৬৩.	সিনেমা হলের লাইসেন্স প্রদান
৬৪.	সিনেমা হলের লাইসেন্স নবায়ন
৬৫.	সিনেমা অপারেটর লাইসেন্স প্রদান
৬৬.	সিনেমা অপারেটর লাইসেন্স নবায়ন
৬৭.	সিনেমা হলের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৬৮.	সিনেমা অপারেটরদের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৬৯.	ইট পোড়ানোর লাইসেন্স প্রদান
৭০.	ইট পোড়ানোর লাইসেন্স নবায়ন
৭১.	ইট পোড়ানোর ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৭২.	শিক্ষা/ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান
৭৩.	বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য এসিডের লাইসেন্স প্রদান
৭৪.	শিক্ষা/ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স নবায়ন
৭৫.	বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য এসিডের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৭৬.	শিক্ষা/ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এসিড ব্যবহারের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৭৭.	বাণিজ্যিক ভাবে এসিড ব্যবহারের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৭৮.	এসিড বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স প্রদান
৭৯.	এসিড বিক্রয়ের ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন
৮০.	এসিড বিক্রয়ের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৮১.	এসিড পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান
৮২.	এসিড পরিবহনের লাইসেন্স নবায়ন
৮৩.	এসিড পরিবহনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান
৮৪.	সাধারণ নাগরিকের জন্য বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স প্রদান
৮৫.	সাধারণ নাগরিকের জন্য বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স নবায়ন
৮৬.	সাধারণ নাগরিকের জন্য পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স প্রদান

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
৮৭.	সাধারণ নাগরিকের জন্য পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স নবায়ন
৮৮.	সরকারি কর্মকর্তাদের (সামরিক) জন্য বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স প্রদান
৮৯.	সরকারি কর্মকর্তাদের (সামরিক) জন্য বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স নবায়ন
৯০.	সরকারি কর্মকর্তাদের (সামরিক) জন্য পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স প্রদান
৯১.	সরকারি কর্মকর্তাদের (সামরিক) জন্য পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স নবায়ন
৯২.	সরকারি কর্মকর্তাদের (অসামরিক) জন্য বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স প্রদান
৯৩.	সরকারি কর্মকর্তাদের (অসামরিক) জন্য বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স নবায়ন
৯৪.	সরকারি কর্মকর্তাদের (অসামরিক) জন্য পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স প্রদান
৯৫.	সরকারি কর্মকর্তাদের (অসামরিক) জন্য পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স নবায়ন
৯৬.	পিতার বার্ধক্যজনিত কারণে উত্তরাধিকার বরাবর আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান
৯৭.	পিতার মৃত্যুজনিত কারণে উত্তরাধিকার বরাবর আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান
৯৮.	ডুপ্লিকেট আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রদান
৯৯.	বন্দুক/ রাইফেল এর লাইসেন্স ট্রান্সফার
১০০.	পিস্তল/ রিভলভার এর লাইসেন্স ট্রান্সফার
১০১.	মুক্তিযোদ্ধার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রদান
১০২.	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান
১০৩.	স্ট্যাম্প ভেন্ডার লাইসেন্স প্রদান
১০৪.	স্ট্যাম্প ভেন্ডার লাইসেন্স নবায়ন
১০৫.	পেট্রোলিয়াম মজুদের অনাপত্তি সনদ প্রদান
১০৬.	বিস্ফোরক দ্রব্য মজুদের অনাপত্তি সনদ প্রদান
১০৭.	বয়লার ব্যবহার অনাপত্তি সনদ প্রদান
১০৮.	ছাপাখানা সংরক্ষণের ঘোষণাপত্র অনুমোদন
১০৯.	দৈনিক/ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ছাড়পত্র প্রদান
১১০.	এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রত্যয়ন
১১১.	প্রবাসীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
১১২.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় জনগণের চাহিত তথ্য প্রদান
১১৩.	এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রত্যয়ন
১১৪.	বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত সনদ প্রদান
১১৫.	মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দাফন কাফনের অনুদান প্রদান
১১৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম সংশোধন
১১৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা সনদ পত্রের আবেদন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন।
১১৮.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রেরণ
১১৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রাপ্তির স্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত মতামত প্রদান
১২০.	জন্ম সনদ প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হবার পর জন্ম সনদ সংশোধন।
১২১.	মৃত্যু সনদ প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হবার পর মৃত্যু সনদ সংশোধন।
১২২.	যাত্রা/ মেলার অনুমতি প্রদান
১২৩.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সনদ পত্র প্রদান
১২৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি বিক্রয়ের অনুমুতি প্রদান ।
১২৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান
১২৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদত্ত অনুদানের চেক বিতরণ
১২৭.	মসজিদ/ মন্দিরের অনুকুলে ধর্ম মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্ধ বিতরণ
১২৮.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে প্রাপ্ত চেক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান
১২৯.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ব্যক্তির অনুকুলে চেক প্রদান
১৩০.	মসজিদ মন্দিরের অনুকুলে ধর্ম মন্ত্রণালয়/ মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে প্রাপ্ত চেক বিতরণ
১৩১.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত চেক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান
১৩২.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত চেক ব্যক্তিকে প্রদান
১৩৩.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন অগ্রগামীকরণ
১৩৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন ঐ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

ক্রমিক	সেবাসমূহের তালিকা
১৩৫.	নন গেজেটেড কর্মচারীর পেনশন প্রদান আদেশ (চাকুরের নিজের অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে)
১৩৬.	পারিবারিক পেনশন (পেনশন মঞ্জুরির পূর্বেই পেনশনারের মৃত্যু হলে)
১৩৭.	পারিবারিক পেনশন (অবসর ভাতা ভোগরত অবস্থায় পেনশন ভোগীর মৃত্যু হলে)
১৩৮.	চাকুরিরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান
১৩৯.	অক্ষম কর্মচারীর কল্যাণ তহবিলের অনুদান প্রদান
১৪০.	অক্ষম কর্মচারীর যৌথ বীমার অর্থ মঞ্জুর
১৪১.	মৃত কর্মচারীর কল্যাণ তহবিলের অনুদান প্রদান
১৪২.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে ১ম ও ২য় অগ্রিম মঞ্জুর
১৪৩.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে তৃতীয় অগ্রিম মঞ্জুর
১৪৪.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পি আর এল মঞ্জুর
১৪৫.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর
১৪৬.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শিক্ষা ছুটি অগ্রায়ণ
১৪৭.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর
১৪৮.	৩য়/ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে উচ্চ শিক্ষার অনুমতি প্রদান
১৪৯.	মহিলা কর্মচারীর প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর
১৫০.	চাকুরি স্থায়ীকরণ
১৫১.	গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর
১৫২.	গৃহ মেরামত ঋণ মঞ্জুর
১৫৩.	ফৌজদারি মামলার সার্টিফাইড কপি সরবরাহ
১৫৪.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত মামলার নকল সরবরাহ
১৫৫.	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়েরকৃত মামলা ও আপীল মামলার নকল সরবরাহ
১৫৬.	রাজস্ব মামলার সার্টিফাইড কপি সরবরাহ
১৫৭.	সিএস, এসএ এবং আরএস পর্চা (খতিয়ান) এর সার্টিফাইড কপি সরবরাহ
১৫৮.	মৌজা ম্যাপ সরবরাহ
১৫৯.	জিপি/ এজিপিদের সম্মানী ভাতা প্রদান

৩.৩ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

৩.৩.১ ভূমিকা

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ অনুসারে বাংলাদেশে ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। ছেলে বা মেয়ে কারো বয়স আইনে নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম হলে সে বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসাবে গণ্য। ছেলে বা মেয়ে যার ক্ষেত্রেই ঘটুক না কেন, বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি শিশুদেরকে কখন এবং কাকে বিয়ে করবে সে অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করে। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৮৪-তে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায়, পূর্ণ সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকার করে বলা হয়েছে, 'একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মানসিকভাবে পরিপক্ক হতে হবে'।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০ বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার ২০০৬ ও ২০১১ সালে যথাক্রমে ৭৪% এবং ৬৬% ছিল। যা বিশ্বের সর্বাধিক বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয় এরূপ দেশগুলোর একটি। ঐ সংস্থার তথ্য অনুসারে বর্তমানে (২০১৫ সাল) বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৫২%, যা আগের চেয়ে অনেক নিম্নগামী হয়েছে। ২০০৬ তে বাল্যবিবাহের হার যেখানে (১৮ নীচে) ৭৪% ছিল বর্তমানে তা ৫২% এ এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এখানে ২টি বিয়ের মধ্যে ১টি বাল্যবিবাহ। জিআইইউ ২০১২ সালে গঠিত হওয়ার পর উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহের হার নিরোধে কাজ করে আসছে।

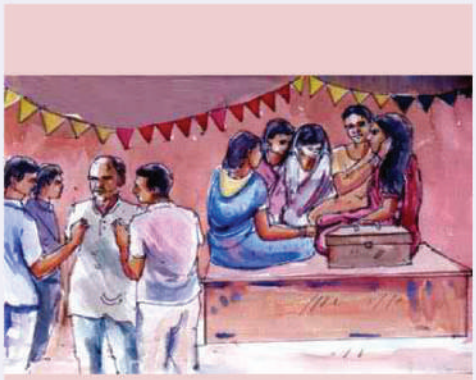

বাল্যবিবাহ কোন সমস্যার সমাধান নয় বরং এটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি করে।

৩.৩.২ বাল্যবিবাহে উদ্ভাবনী কার্যক্রম

পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জিআইইউ বিষয়টিকে যেভাবে দেখে থাকে, তা হচ্ছে- প্রচলিত আইন, বিধি বিধানের পরিবর্তন ব্যতিরেকে কম খরচে, কম সময়ে এবং জনগণের হয়রানি কমায় এমন বিকল্প উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান বা সেবা প্রদান। যে সমাধান ঝুকি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান সেবার মানের উন্নতি ঘটায়।

বাল্যবিবাহের জন্য গতানুগতিক দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি যে সকল কারণকেই দায়ী করা হোক না কেন ঐ কারণগুলো বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেনা। আইনে ঐ কারণগুলোর সমাধানের জন্য বিবাহ দেওয়া যাবে এমন কথাও আইনের কোথাও বলা হয়নি। একটি বৈধ বিবাহের জন্য ন্যূনতম বিবাহ পড়িয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঐ বিবাহ না পড়িয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পাত্র/ পাত্রী নিজেদেরকে বিবাহিত বলতে বা ঘোষণা দিতে পারেন না। সুতরাং যে বা যারা বিবাহ পড়ান বাল্যবিবাহের জন্য মূলত তারাই দায়ী। এদের সহায়তা ছাড়া পাত্র/ পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং এদেরকে সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বাল্যবিবাহের হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব।

৩.৩.৩ কার্যক্রম

জিআইইউ উদ্ভাবনকে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

টেবিল ২: সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গের বিভাগওয়ারী ডাটাবেজ

ক্রমিক	বিভাগ	নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি (সংখ্যা)
১	ঢাকা	৯,১০৩
২	চট্টগ্রাম	১৩,৯২৩
৩	রাজশাহী	১৩,৫০০
৪	বরিশাল	১,৫৯২

ক্রমিক	বিভাগ	নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি (সংখ্যা)
৫	খুলনা	৪,৭১৬
৬	সিলেট	২,৭৫৯
৭	রংপুর	১৫,৫৬৩
৮	ময়মনসিংহ	৩,৭৮০
	সর্বমোট =	**৬৪,৯৩৬**

টেবিল ৩: বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত সাধরণ ভাবে বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ২০০০ এর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট জেলাসমূহ

ক্রমিক	জেলা	সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা
১	গাইবান্ধা	৪১২৬
২	নোয়াখালী	৩০১৯
৩	ময়মনসিংহ	২৭০১
৪	রাজশাহী	২৬৯৮
৫	চট্টগ্রাম	২৬৫৫

ক্রমিক	জেলা	সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা
৬	দিনাজপুর	২৬৪১
৭	রংপুর	২৩০৬
৮	নীলফামারী	২২৭৬
৯	নওগাঁ	২২৩৪
	সর্বমোট =	**২৪,৬৫৬**

প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা

- ডাটাবেজ ভুক্তদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ডাটাবেজ ভুক্তদের ৪৫% প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

ক) জিআইইউ এর উদ্ভাবন সম্পর্কে অবহিতকরণ;
খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিতকরণ ও অনুসরণে করণীয় এবং তা না মানার শাস্তি সম্পর্কে জানানো;
গ) ডাটাবেজ প্রস্তুত ও মনিটরিং বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান;
ঘ) জেলা পর্যায়ের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল।

কর্মশালা আয়োজন

'উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বাল্যবিবাহ নিরোধে মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা' শীর্ষক ১০টি কর্মশালা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং কিশোরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ি, টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলাসহ মোট ১৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য:

সারণী ১: মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার তথ্য

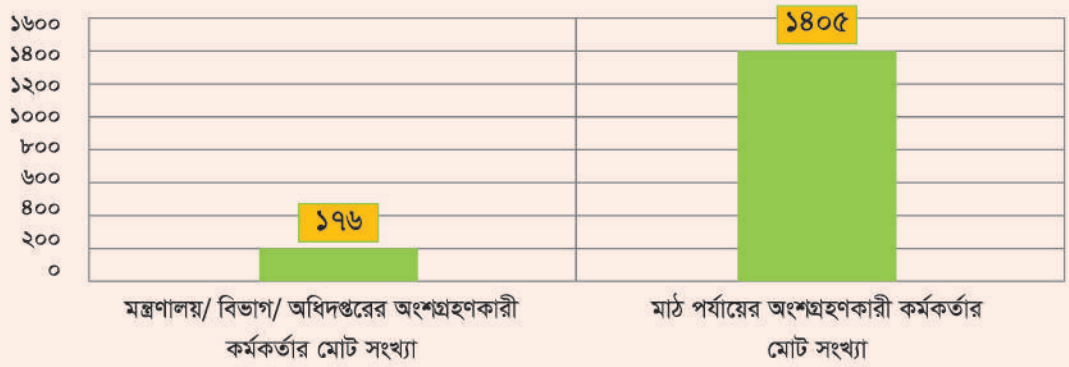

সারণী ২: মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

সারণী ৩: মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার বিভাজন

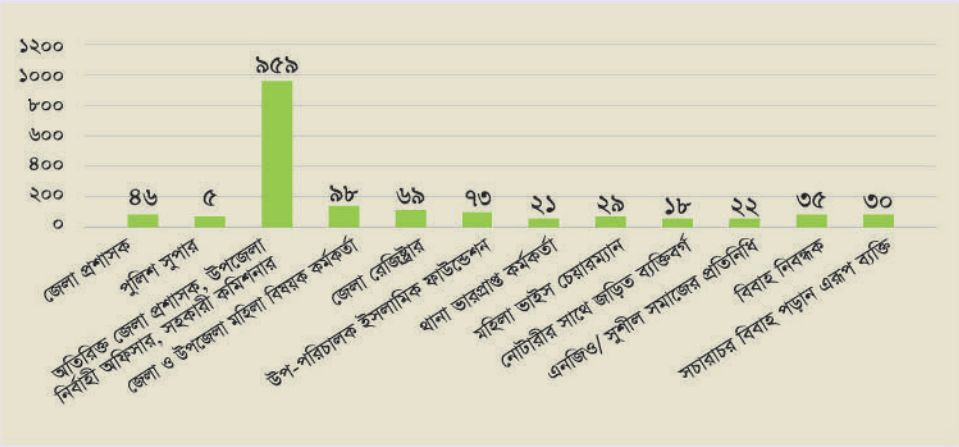

নমুনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

কর্মশালাগুলো থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আদলে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের জন্য নমুনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ।

মতবিনিময় ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা

মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সকল বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য ৩৮টি জেলায় সভায় অংশগ্রহণ করেন। জেলাগুলো হচ্ছে মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, নড়াইল, বরিশাল, পটুয়াখালি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি, শেরপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নায়ায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ফরিদপুর, টাংগাইল, ফেনী, নোয়াখালি, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, দিনাজপুর। এ সকল মতবিনময় সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা রেজিস্ট্রার, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা বারের প্রতিনিধি, নোটারি পাবলিক, বিবাহ পড়ান এমন ব্যক্তিবর্গ, এনজিও প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন সংগঠনের প্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, পুরোহিত, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি এমন বিশ হাজারের অধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন ।

জেলাভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আলোকে ৬৪ জেলা প্রশাসনের সাথে একক জেলাভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলার বিবাহ নিবন্ধক বর্হিভূত ৬৪,৭৬৪ জনের ডাটাবেজ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় প্রস্তুত সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে এদের ৪৫% কে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩.৪ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জিআইইউ'র সুপারিশ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরসমূহের অবদান

১. স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

- ১২০৯টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে;
- জন্ম নিবন্ধনে অনিয়ম, ত্রুটি বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ।

২. আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- নোটারির মাধ্যমে বিবাহের আইনগত কোন ভিত্তি নেই;
- প্রত্যেক নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার নিজস্ব অধিক্ষেত্র থেকে দায়িত্ব পালন;
- নিকাহ্নামায় কোন ভুলের জন্য নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার দায়ী নয় এরূপ সীল ব্যবহার নিষেধ এবং
- এফিডেভিটের ভিত্তিতে বিবাহ পড়াতে বা নিবন্ধন নিষেধ করে একাধিক পত্র জারি।

এছাড়া-

- বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার;
- বিবাহ নিবন্ধকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;
- ২০১৩ ও ২০১৪ সালের নিবন্ধিত বিবাহের তথ্য সংগ্রহ।

৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

- আওতাধীন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক, কর্মচারীগণকে বিবাহ পড়ানোয় নিরুৎসাহিত করে পরিপত্র জারি।

৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন

- নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার নন মসজিদের এমন ইমাম/ মোয়াজ্জেনকে বিবাহ পড়াতে নিরুৎসাহিত করে পত্র জারি;
- জুমার খুৎবার পূর্বে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. তথ্য মন্ত্রণালয়

- বাল্যবিবাহ নিরোধ ও রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার।

৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

- 'Girls not Bride' এ স্লোগান ও বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ;
- বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ডাটাবেজ ভুক্তদের সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাল্যবিবাহ নিরোধকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত করণ।

৭. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

- ডাটাবেজভুক্তদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি।

৮. বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন/ উপজেলা প্রশাসন

- সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ প্রস্তুত করণ;
- ডাটাবেজ ভুক্তদের স্থানীয় উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক অগ্রগতি মনিটর করণ।

জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক ২০১৩-২০১৫ সালে ৭টি বিভাগে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা ছকে দেখানো হলো।

টেবিল ৪: বাংলাদেশে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা (২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সাল)

বিভাগ	প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা		
	২০১৩ সাল	২০১৪ সাল	২০১৫ সাল
ঢাকা	৫০১	৭২০	৭৯০
চট্টগ্রাম	৪৮৬	৭৭২	১,১৮৩
রাজশাহী	৭৭৫	৯,২২০	১০,৪৮৩
খুলনা	৫৫২	৯৩৬	১,৩২১
সিলেট	১২৬	১৮৮	২১০
বরিশাল	২৬০	৪৫০	৫২৪
রংপুর	৫৬৬	১,০৪৮	১,১৯৪
সর্বমোট=	৩,২৬৬	১৩,৩৩৪	১৫,৭০৫

সূত্র: বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট বিভাগ

সারণী: বাংলাদেশে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা (২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সাল)

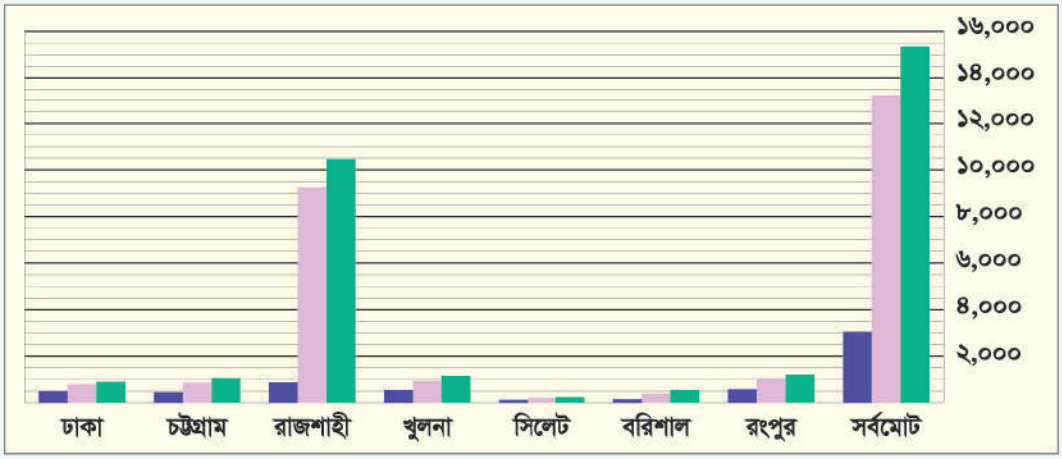

৩.৩.৫ বিবাহ নিবন্ধনে অগ্রগতি

২০১৩ ও ২০১৪ সালে বাংলাদেশে যথাক্রমে ৭৮৯৯৯৫টি ও ৮৫৮৪৬৪টি বিবাহ নিবন্ধিত হয়েছে। এতে দেখা যায় যে ২০১৩ সালের চেয়ে ২০১৪ সালে নিবন্ধিত বিবাহের হার প্রায় ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল ৫: ২০১৪ সালে বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা ক্রমানুসারে উপরের দিকের ৫টি জেলা

ক্রমিক	জেলা	নিবন্ধিত বিবাহ (সংখ্যা)
১	চট্টগ্রাম	৯০৫৬১
২	রংপুর	৩৭১৫০
৩	ঢাকা	৩৪৪৯৭
৪	কুমিল্লা	৩১৬৮৯
৫	নোয়াখালী	২৮৫৫১

টেবিল ৬: ২০১৪ সালে বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা ক্রমানুসারে নিম্নের দিকের ৫টি জেলা

ক্রমিক	জেলা	নিবন্ধিত বিবাহ (সংখ্যা)
৬	বান্দরবান	১১৫০
৭	খাগড়াছড়ি	১১৫৭
৮	রাঙ্গামাটি	১৪৫৭
৯	মেহেরপুর	২০২৬
১০	সুনামগঞ্জ	৩১৩৬

৩.৪ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ জেলা শহরের নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণ

জিআইইউ এর ভূমিকা

ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহায় পশু কোরবানি করে থাকেন। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি মুসলিম প্রধান দেশ সমুহে কোরবানি একটি নির্ধারিত স্থানে করা হলেও (যেমন মসজিদ, লাইসেন্স প্রাপ্ত ফার্ম বা জবাইখানা) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোরবানিদাতা পশু ক্রয় থেকে শুরু করে পশু জবাই পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি তার (কোরবানিদাতার) সুবিধামত স্থানে করে থাকেন।

যত্রতত্র পশু কোরবানির ফলে বিবিধ স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এছাড়া, পুরো প্রক্রিয়াতে রক্ত সংগৃহীত না হওয়ায় বিদ্যমান এ রক্ত দ্বারা পরিবেশ (বায়ু ও পানি) দূষিত হয়। এ প্রক্রিয়া নানাবিধ বায়ু ও পানিবাহিত রোগ ও দুর্গন্ধ ছাড়াও নানারূপ পোকামাকড়ের জন্ম দেয়।

কোরবানি পরবর্তী এ বিপত্তি মোকাবেলায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদর পৌরসভায় জনস্বার্থে নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জিআইইউ নভেম্বর, ২০১৫ হতে কাজ করে যাচ্ছে। জিআইইউ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

৩.৪.১ নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর পৌরসভার জন্য জিআইইউ একটি নমুনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনায় কোরবানি পূর্ববর্তীকালে, কোরবানি কালে এবং কোরবানি পরবর্তীকালের কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত সাতটি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ৭টি ধাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কোরবানি প্রদান নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে-

কোরবানি পূর্ববর্তীকালের কার্যক্রম	(ক) কোরবানির পশু সংখ্যার নিরিখে কোরবানির স্থান নির্ধারণ ও কোরবানি প্রদানের উপযোগীকরণ (খ) কোরবানির পশু জবাইকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি (গ) জনমত গঠন ও প্রচার (ঘ) বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান (ঙ) সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ ও তার সংস্থান
কোরবানি কালের কার্যক্রম	(চ) সুষ্ঠুভাবে কোরবানি প্রদান নিশ্চিতকরণ
কোরবানি পরবর্তীকালের কার্যক্রম	(ছ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

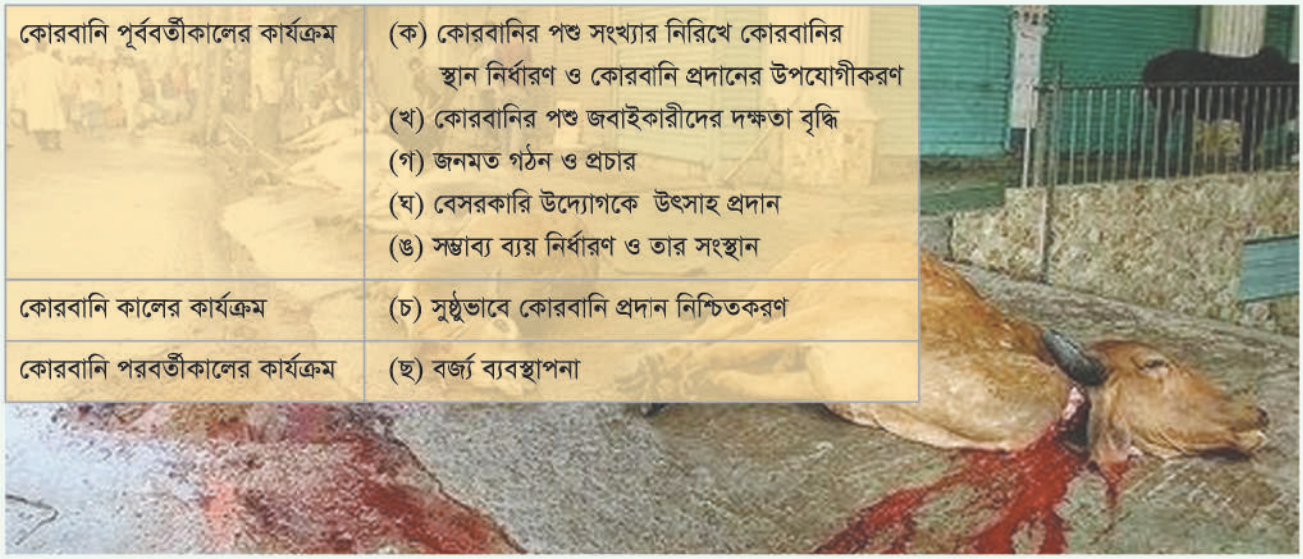

১০ জানুয়ারি, ২০১৬ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট আয়োজিত সভায় প্রণীত এ কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সকল সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসক এবং জেলা সদর পৌরসভা হতে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করে (প্রেরিত কর্মপরিকল্পনাটি নমুনা বিবেচনা করে) জিআইইউ বরাবর পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সকল সিটি কর্পোরেশন ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় স্ব-স্ব এলাকার জন্য নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশন সহ ৬৪টি জেলা সদর পৌরসভাসমূহে মোট ৬,২৩৩টি স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সকল সিটি কর্পোরেশন ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা করে এবং যে সকল কর্মপরিকল্পনা সমুহ আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে সে সকল কর্মপরিকল্পনার জন্য জিআইইউ একটি নির্দেশনা প্রস্তুত করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪ মে, ২০১৬ তারিখে এ সংক্রান্তে আয়োজিত সভায় সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা মেয়র ও সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ নির্দেশনাসমূহ উপস্থাপিত হয়। সকল সিটি কর্পোরেশনকে "নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে জিআইইউ প্রণীত মডেল কর্মপরিকল্পনা" অনুসরণে স্ব-স্ব কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করতে বলা হয়েছে ।

টেবিল ৭: বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে কোরবানির জন্য নির্ধারিত স্থান

ক্র.নং	সিটি কর্পোরেশন	নির্ধারিত স্থানের সংখ্যা
১	ঢাকা উত্তর	৫৬৭
২	ঢাকা দক্ষিণ	৫০৮
৩	গাজীপুর	৪২৬
৪	নারায়ণগঞ্জ	১৮১
৫	চট্টগ্রাম	৩৮৭
৬	কুমিল্লা	১৪৪
৭	সিলেট	২৭
৮	বরিশাল	১৪০
৯	রাজশাহী	২২৪
১০	রংপুর	৩৩
১১	খুলনা	১৬০
	মোট	২৭২০

৩.৪.২ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে জিআইইউ এর মনিটরিং

প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জিআইইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৩টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ওয়ার্কশপে ৩০টি জেলা ও জেলা সদর পৌরসভা তাদের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করে। এছাড়া, মহাপরিচালক জিআইইউ বিভিন্ন জেলা ভ্রমণকালে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি নিশ্চিতকরণের জন্য মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, কিশোরগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া ৩৪টি পৌরসভা মেয়র/ কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ফোনালাপের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। পৌরসভা মেয়রগণের সাথে কথোপকথনকালে জানা যায় যে সকল পৌরসভাতেই আসন্ন ২০১৬ এর ঈদ-উল-আযহাতে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।

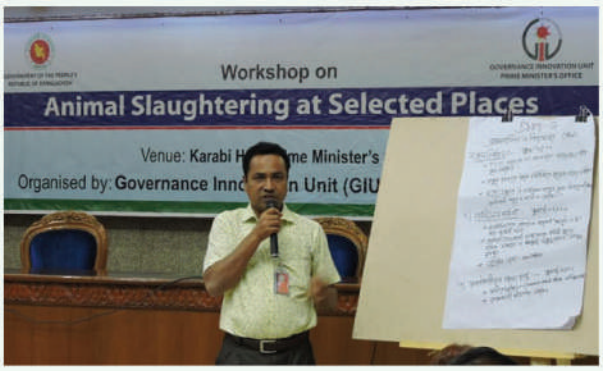

৩.৪.৩ নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিতকরণে টিভিসি নির্মাণ

কোরবানি পূর্ববর্তীকালের কার্যক্রমের মধ্যে জনমত গঠন ও প্রচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। এ কার্যক্রমকে আরো কার্যকরী এবং জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে বিবেচনায় জিআইইউ একটি টিভিসি নির্মাণ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে টিভিসিটির ব্যাপক প্রচারের জন্য জিআইইউ হতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগকেও এ বিষয়ে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৩.৪.৪ সরকারের পক্ষ থেকে ঈদ-উল-আযহার কোরবানিদাতাদের উদ্দেশ্যে এসএমএস প্রেরণ

জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঈদ-উল-আযহার দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি প্রদানের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোরবানিদাতাদের নিকট এসএমএস প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে

৩.৪.৫ বর্ধিত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে একটি আধুনিক ও বসবাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে নতুন করে ১৬টি ইউনিয়ন যুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকল্পে বর্ধিত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত অংশের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জিআইইউ হতে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরিত হয়েছে।

নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

- জিআইইউ'র কর্মপরিকল্পনা অনুসারে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগের কার্যক্রম অব্যাহতভাবে মনিটরিং করা;
- অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ, মতবিনিময় সভা, মিডিয়া হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কার্যকরী মতামতসমুহ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমুহকে অবহিত করা (যেমন: পৌরসভা ওয়েব পোর্টালের ন্যায় সিটি কর্পোরেশনও তাদের ওয়েব পেজে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানীর বিষয়ে প্রচারনা চালাতে পারে);
- স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- বর্তমানে মহাপরিচালক, জিআইইউ কর্তৃক পরিচালিত জেলা পর্যায়ের সিটিজেন'স চার্টার ও বাল্যবিবাহ বিষয়ক ওয়ার্কশপে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রাখা;
- ফোন, ই-মেইলের মাধমে পৌরসভার সাথে যোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- জিআইইউ এর বিভিন্ন পর্যায়ে সভা, কর্মশালা ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখা ;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৬ চলাকালে বিষয়টি উত্থাপন করা;
- প্রদত্ত বিভিন্ন পরামর্শ অনুসারে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পশু জবাইয়ের চূড়ান্ত স্থান সংখ্যা সহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ ও বিভিন্ন ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- কোরবানির ৮/১০ দিন পূর্বে বিটিআরসির সহায়তায় "নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানির" অনুরোধ জানিয়ে সকল মোবাইল ফোন গ্রাহককে এসএমএস প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩.৫ পচনশীল খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে বিকল্প প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' বিষয়ক কর্মকান্ড

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও জিআইইউ বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ' শীর্ষক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তরের সচিব/ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- খাদ্য মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- এটুআই প্রকল্প
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- খাদ্য অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
কাইটোসান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান	ক. কাইটোসান সংক্রান্ত গবেষণা অধিকতর পরিসরে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, জনবল ইত্যাদির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও নীতিগত সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
	খ. কাইটোসান বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও স্বল্পতর পরিসরে প্রস্তুতপূর্বক ফল ও মাছ চাষীদের নিকট কিটোসান সরবরাহ করার লক্ষ্যে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড (SIF) এর জন্য আবেদন করার প্রেক্ষিতে উক্ত ফান্ড প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এটুআই প্রকল্প
কাইটোসান এর বাণিজ্যিকীকরণ	কাইটোসান এর বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারি/ বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
মানসম্মত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত-করণ	খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ প্রয়োগ রোধে ইতোমধ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা দপ্তর/ সংস্থা যে সমস্ত প্রশাসনিক উদ্যোগ চলমান রয়েছে, সেগুলো অব্যাহত রাখতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
	খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন রোধে উদ্ভাবনী বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি কাইটোসান সংক্রান্ত গবেষণায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

উল্লিখিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গত ০৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মুখ্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে ২ টি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। একটি পত্রে কাইটোসান সংক্রান্ত গবেষণা অধিকতর পরিসরে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, জনবল ইত্যাদির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও নীতিগত সহযোগিতা প্রদান এবং কাইটোসান এর বাণিজ্যিক উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অনুরোধ করা হয়। অপর আধাসরকারি পত্রটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব/ সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়।

এছাড়া গত ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়।
উক্ত পত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- গত আমের মৌসুমে আম পাড়া ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ফলচাষীদের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখের বাধ্যবাধকতার বিধান করা হয়েছিল। এতে করে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেলেও গণমাধ্যমে কোন কোন ফলচাষী এই মর্মে নেতিবাচক মতামত প্রদান করেছিলেন যে একসাথে ফলের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা ফলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ কারণে একই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ফলের বাজারজাতকরণ (পরিবহন ও বিপণন) সংক্রান্ত পরিকল্পনামূলক সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ।

- ফল সংরক্ষণ বা কৃত্রিমভাবে পাকানোর জন্য ফরমালিন, কার্বাইড ইত্যাদি ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার ছাড়াও গাছের ফলন বৃদ্ধির জন্য 'কালটার' নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'কালটার' নামক এ পদার্থটি স্বল্প মেয়াদে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন কমে আসার সাথে সাথে গাছের পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে যায়, ডাল মরে যায়, এবং চূড়ান্তভাবে গাছ মরে যায়।

সক্ষমতা বৃদ্ধি/ অবহিতকরণ সংক্রান্ত উদ্যোগ

গত ২৯ মে ২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধি, জেলা পুলিশের প্রতিনিধি, কৃষি বিভাগের প্রতিনিধি, মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধি, মৌসুমী ফল চাষী/ বাগান মালিক, ফল ও মাছ ব্যবসায়ী/ আড়তদার/ পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে "ফল ও সবজিসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' বিষয়ে অবহিতকরণ" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মোবারক আহমদ খান। এ কর্মশালার মাধ্যমে প্রধানত রাজশাহী জেলার ফল ব্যবসায়ীদেরকে প্রাথমিকভাবে বিকল্প স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এছাড়া গত ৫ জুন ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে "পচনশীল খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' বিষয়ে অবহিতকরণ" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বিকল্প প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' এর বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য এ অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সকলকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সর্বোপরি, এই সময়োপযোগী উদ্ভাবনের সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগী ভূমিকার বিষয়টির গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত করাই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিলো। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ হিসেবে 'কাইটোসান' বাণিজ্যিকভাবে বাজারে সহজলভ্য হবে।

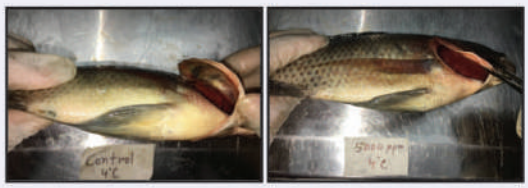

কাইটোসান প্রিজারভেটিভ দ্বারা গবেষণাগারে সংরক্ষিত তেলাপিয়া মাছ, বাম দিকে প্রিজারভেটিভ ছাড়া বরফ দেওয়া অবস্থায় ৫ (পাঁচ) দিন পর ও ডান দিকে প্রিজারভেটিভ সহ, বরফ দেয়া অবস্থায় ১৫ (পনের) দিন পর।

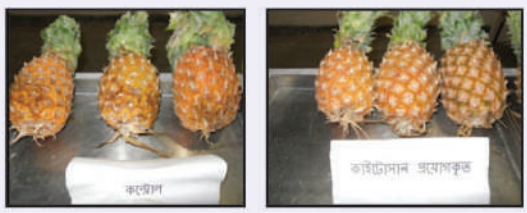

কাইটোসান প্রিজারভেটিভ দ্বারা গবেষণাগারে ১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত আনারস

৩.৬ জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো
National Governance Assessment Framework (NGAF)

সুশাসন বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রণীত মূল্যায়ন পদ্ধতির পাশাপাশি দেশীয় সূচক (country contextual indicator) সম্বলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকারের Think Tank হিসেবে জিআইইউ সুশাসন বিষয়ে দেশীয় সূচক (Country contextual indicator) সম্বলিত মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা- ১৬ আলোকে এ কাঠামো প্রণয়নে জিআইইউ এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নবর্ণিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED)
৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)
৪. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)
৫. ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD)
৬. Development Studies বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. Public Administration বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮. UNDP Bangladesh

ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group) ৪টি কর্মশালার মাধ্যমে ইতোমধ্যে মূল্যায়ন কাঠামোর একটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করেছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক এর মতামতের ভিত্তিতে প্রাথমিক খসড়া সংশোধন করা হয়েছে। খসড়ায় ৫টি থিমাটিক এরিয়া ও ১৮টি সাব থিমাটিক এরিয়া সনাক্ত করা হয়েছে।

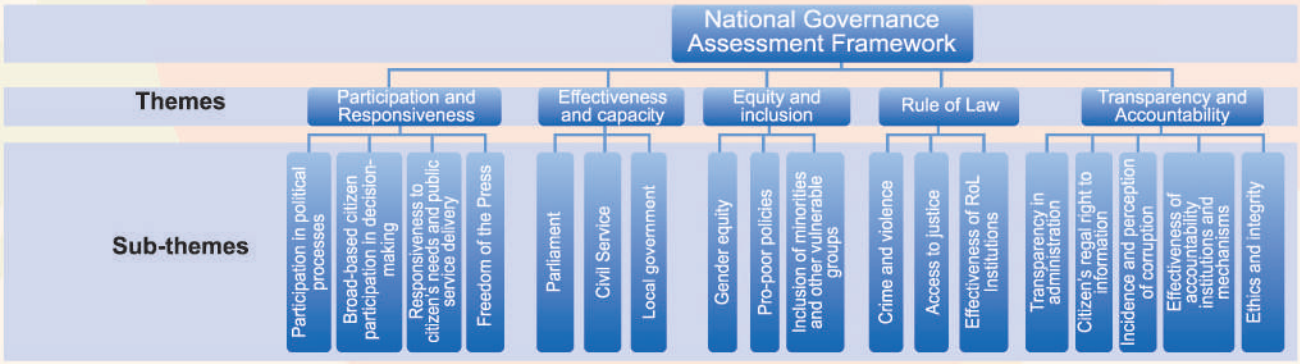

প্রণীত প্রাথমিক খসড়ার ওপর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৭ পেনশন সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণে গভর্নেন্স ইনভেশন ইউনিট'র উদ্যোগ

সরকারি চাকুরির প্রতি উন্নাসিক জনৈক ব্যক্তি একজন সরকারি কর্মচারীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন সরকারি চাকুরী করেন"। উত্তরে নিরীহ সরকারি কর্মচারির জবাব ছিল "চাকুরি জীবন শেষে পেনশনের টাকা, ওটাই জীবনের ভরসা"। পুরোটাই হয়ত সকলের জন্য সত্য নয়, কিন্তু এরকম অগণিত সরকারি কর্মচারীদের চাকুরি জীবনের শেষে অন্যতম ভরসা পেনশনের টাকা। যদিও জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মচারীদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত পেনশন গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হচ্ছেন তাদের পেনশন প্রাপ্তির জন্য যে সরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা সন্তোষজনক কিনা কয়েকজন ভুক্তভোগীর কথায় তার চিত্র পাওয়া গেল।

কেইস - ১

আফিয়া বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরীকালীন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। সফল চাকুরি জীবনের শেষে যখন পেনশন মঞ্জুরির জন্য আবেদন করলেন তখনই ঘটে বিপত্তি। হিসাব রক্ষণ অফিস হতে জানতে চাওয়া হলো তিনি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছিলেন সেই নিয়োগপত্র প্রয়োজন। সার্ভিস বুকে সব লিপিবদ্ধ থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দাবি নিয়োগপত্র লাগবেই। এক্ষেত্রে সকল দায় পেনশনারের।

কেইস - ২

ভদ্রলোক নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ঢাকা জেলায় সর্বশেষ কাজ করেছেন এবং এ বছরই তার চাকুরীর শেষ বছর। তিনি যথারীতি পিআরএল এ যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তাকে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জানান হলো যে, তিনি বছর দুয়েক আগে যে খাগড়াছড়ি জেলায় কর্মরত ছিলেন সে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে "না দাবী" নামা সংগ্রহ করে তাকে আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। ভদ্রলোক দু-চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলেন। তিনি তো কোন পাওনা রেখে আসেননি তথাপি তাকে কেন না-দাবী সংগ্রহ করতে হবে। প্রচলিত নিয়মে পেনশন পেতে হলে তাকে জোগাড় করতে হবে 'না-দাবী' নামা।

কেইস - ৩

তিনি প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের পদ হতে অবসরে যাবেন। যথা নিয়মে কাগজপত্র জমা দিলেন। হিসাব রক্ষণ কার্যালয় হতে জানান হল আগের কর্মস্থলে তিনি যথা নিয়মে বাড়ি ভাড়া কর্তন করেননি। কর্মকর্তার প্রশ্ন বেতন তো হিসাব রক্ষণ অফিস হতেই পাশ হয়েছে তথাপি এ ভুল আগে ধরা পড়ল না কেন? নিরুপায় পেনশনার। যা হোক সম্মানের সাথে পেনশন নিয়ে ঘরে ফিরতে হলে কর্তৃপক্ষের চাহিত মতে দাবি পরিশোধ করতেই হবে। এ সকল চিত্র হর রোজ। প্রতিটি সরকারি দফতরে কম বেশি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

ঘটনার পুর্বাপর বিশ্লেষণে সহজেই অনুমেয় যে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চাকুরির পর পেনশন প্রাপ্তির বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) মতে "অবসর ভাতা অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যে কোন অবসর ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয় এবং কোন ভবিষ্যৎ তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাপন-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

পেনশন সহজিকরণের লক্ষ্যে সরকার বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ বিধি/ পদ্ধতি অধিকতর সহজিকরণ ২০০৯ সালে জারি করে। এ বিধিতে পেনশন সহজিকরণের জন্য অনেক খুঁটিনাটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিধি অনুসারে অবসরজনিত পেনশনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা একজন কল্যাণ কর্মকর্তা মনোনয়ন করবে এবং কল্যাণ কর্মকর্তা পেনশনারদের অডিট আপত্তি ও বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণসহ অবসর গ্রহণকারীদের অগ্রিম তালিকা প্রদান করবেন এবং অনুলিপি সংশ্লিষ্ট চাকুরের দপ্তর প্রধান, হিসাব রক্ষণ অফিস আবাসন পরিদপ্তরের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবসর প্রস্তুতি দুটি আরম্ভের তারিখের কমপক্ষে ০১ বছর পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ বিষয়ে সুপারিশমালাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) পেনশন প্রদান সহজিকরণের জন্য পিআরএল এ গমনকারী কর্মকর্তা, কল্যাণ কর্মকর্তা, পেনশন মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে অর্থ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করবে।

(২) (ক) বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/ পদ্ধতি অধিকতর সহজিকরণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২.০২ এবং ২.০৪ অনুসরণ পূর্বক অবসর গ্রহণকারীদের অগ্রিম তালিকা প্রণয়ন করার বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কে পত্র প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা।

(খ) বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সহজিকরণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২.০২ এর পরিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা কল্যাণ কর্মকর্তা নিবিড়ভাবে তদারকি (monitoring) করবে।

(৩) আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক জারিকৃত নন গেজেটেড চাকুরের ইএলপিসি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরের সর্বোচ্চ সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

(৪) (ক) বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/ পদ্ধতি অধিকতর সহজিকরণ স্মারকের ২.০৭ খ অনুচ্ছেদ অনুসারে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক পেনশন মঞ্জুরির কাগজপত্র পরীক্ষাপূর্বক পেনশন পরিশোধ পত্র (পিপিও) জারির সময়সীমা ১ (এক) মাসের স্থলে ১৫ কার্য দিবসে কমিয়ে আনা যেতে পারে।

(খ) বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/ পদ্ধতি অধিকতর সহজিকরণ স্মারকের ২.০৭ (গ) এর দ্বিতীয় বাক্যটি ("উপরে বর্ণিত - - - - - জানাইতে হবে") বাদ দেয়া যেতে পারে।

(৫) বেসামরিক পেনশন সহজিকরণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ/ পেনশন মঞ্জুরকারি পেনশন আবেদনকারীর না-দাবিনামা সংগ্রহ করবেন। পিআরএল বা পেনশন গমনেচ্ছু কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে না-দাবি পত্র সংগ্রহ করার জন্য বলা যাবে না।

(৬) বেসামরিক ব্যক্তিদের পেনশন সহজিকরণ বিধি এর অনুচ্ছেদ ২.০১ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/ সংস্থার কল্যাণ কর্মকর্তা পিআরএল/ পেনশনে যাবার যোগ্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মাসিক তালিকা প্রস্তুত করে না-দাবী সংগ্রহের জন্য যে সকল দপ্তরে কর্মরত ছিলেন সে সকল দপ্তরে পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

(৭) বেসামরিক পেনশন সহজিকরণ নীতিমালার ২.০৬ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট না-দাবীনামা চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা কত দিনের মধ্যে প্রদান করবেন সে সময়-সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে ৪.০৪ ক অনুচ্ছেদের ন্যায় অনাপত্তি প্রদান বা কোন আপত্তি/ পাওনা থাকলে তা জানানোর জন্য পত্র প্রাপ্তির পর ২১ কার্য দিবস সময় বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অনাপত্তি প্রদান করা হলে বা কোন কিছু জানানো না হলে পাওনাদি যথাযথভাবে পরিশোধিত হয়েছে মর্মে করে পেনশন মঞ্জুরকারি কর্তৃপক্ষ পেনশন মঞ্জুর করবেন। অনাপত্তি সনদের জন্য অপেক্ষা করবেন না। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অনাপত্তি প্রদান বা কোন আপত্তি থাকলে তা জানানো না হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন, পেনশন মঞ্জুরকারি কর্তৃপক্ষ নয়। এভাবে ২.০৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যেতে পারে।

(৮) বেসামরিক পেনশন সহজিকরণ স্মারকের অনুচ্ছেদ ৩.০১ অনুযায়ী পারিবারিক পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র ও নন-ম্যারেজ সার্টিফিকেট (সংজোযনী-৩) এ বর্ণিত "সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর" সম্বলিত প্রত্যয়ন অংশ অপ্রয়োজনীয় এবং পেনশনভোগীর পরিবারের জন্য এটি সংগ্রহ করা কষ্টকর বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

(৯) (ক) বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/ পদ্ধতি অধিকতর সহজিকরণ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখের স্মারক নং অম/অবি/প্রবি-১/৩পি-২/২০০৫ (অংশ-১)/৫ এর অনুচ্ছেদ ২.০৬ খ মোতাবেক পিআরএল শুরুর ২ (দুই) মাস পূর্বে পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণের জন্য বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থার ২০১৬-২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় অংশভুক্ত করা যেতে পারে।

(খ) বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের চাকুরি হতে অবসর গমনকে আনন্দদায়ক করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার কল্যাণ কর্মকর্তা বা পেনশন মঞ্জুরকারী ৯(ক) সুপারিশ অনুসারে পিআরএল গমণের ০২ মাস পূর্বে পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরীপত্র আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট চাকুরের নিকট হস্তান্তর নিশ্চিত করবেন।

(১০) চাকুরের নিজের অবসরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পেনশন ফরম ২.১ (সংযোজনী-৪) এর চতুর্থ অংশ (হিসাব রক্ষণ অফিসে ব্যবহারের জন্য) ক্রমিক ৬.০০ তে *চিহ্ন দিয়ে নোটের অধীনে দেখানো ক্রমিক ১ (ক), (খ) ও ২ অপ্রাসঙ্গিক ও হয়রানিমুলক । এখানে অডিট আপত্তির বিষয়টি তুলে নতুনভাবে আপত্তি দেয়া পেনশন সহজিকরণ সংক্রান্ত স্মারকের পরিপন্থী বিধায় এ অংশটুকু বাদ দেওয়া যেতে পারে।

(১১) বেসামরিক পেনশন সহজিকরণ স্মারকের অনুচ্ছেদ ২.০১/ সংযোজনী-৯(খ) অনুসারে অর্থ বিভাগে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ দপ্তর হতে কল্যাণ কর্মকর্তাদের নিকট থেকে পেনশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ নিশ্চিত করলে সম্ভাব্য পেনশন গ্রহীতাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। এজন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ অধস্তন অফিসে কল্যাণ কর্মকর্তা মনোনয়ন অর্থ বিভাগ নিশ্চিত করবে।

(১২) বেসামরিক পেনশন সহজিকরণ স্মারকের অনুচ্ছেদ ২.১১ (খ) এর "সকল ------ অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগে নিয়মিত প্রেরণ করিবেন" এর স্থলে "অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগ নিয়মিত প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন" মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।

(১৩) উল্লিখিত ১১ ও ১২ সুপারিশ অনুসারে অর্থ বিভাগের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত করা।

(১৪) সরকারি কর্মচারীগণের অবসরকালীন সুবিধাদি/ প্রাপ্যতা সম্পর্কিত অর্থ বিভাগের ১৪ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫.৮১ প্রজ্ঞাপনের (ঙ) ও (চ) অনুচ্ছেদের মধ্যে সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন। ঙ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পেনশনারের বিধবা স্ত্রী কতিপয় শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে আজীবন পারবারিক পেনশন পাবেন। অন্যদিকে চ অনুচ্ছেদ মোতাবেক মৃত মহিলা বেসামরিক কর্মচারীর বিপত্নীক স্বামী অনুরূপ শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে ১৫ বৎসর পর্যন্ত পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। পারিবারিক পেনশন প্রদানে সমতা আনয়নের জন্য বিপত্নীক স্বামীর ক্ষেত্রে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন মর্মে অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা যায় ।

মাননীয় উপদেষ্টা ও ইউনিট প্রধান ড. গওহর রিজভীর সাথে জিআইইউ কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

জিআইইউ এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ এর উদ্যোগ

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণের সাথে সাথে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য জিআইইউ উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসাবে জিআইইউ এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পেনশন সহজিকরণ আদেশ ২০০৯ এ পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করে পরিপত্র জারি করেছে। উক্ত স্মারকের ২.০৫(ক), ২.০৬(ক), ২.০৭(ক) ও (গ), ৩.০১, ৪.১০, ৪.১৪, সংযোজনী-৩, সংযোজনী-৪, সংযোজনী-৯খ সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংশোধন/ সংযোজন নিম্নরূপ:

১। ২.০৬ অনুচ্ছেদের (ক) উপানুচ্ছেদ করে নিম্নরূপ বাক্য সংযোজিত হয়েছে:
"পেনশন মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষ পেনশন আবেদন প্রাপ্তির ০১(এক) মাসের মধ্যে "না-দাবী প্রত্যয়ন" সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইলে আবেদনকারীর কাছে কোন দাবী নাই ধরিয়া পেনশন কেইস নিস্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এখানে উল্লেখ্য যে, জিআইইউ এর সুপারিশ মতে না-দাবী প্রদানের সময় সীমা বেঁধে দিয়ে এক মাস করা হয়েছে। এর ফলে পেনশন আবেদনকারী অহেতুক ভোগান্তি হতে রক্ষা পাবেন।

২। সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ও সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উত্তারাধিকার বা বিবাহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করতে পারবেন (সংযোজনী-৩)। কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী পুন: বিবাহে আবদ্ধ না হওয়ার শর্তে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। তবে কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর পুন: বিবাহ না করার অঙ্গীকার-নামা দাখিলের শর্ত ৫০ বছরের উর্ধ্ব বয়সী বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। এক্ষেত্রেও জিআইইউ এর সুপারিশ আংশিক গৃহীত হয়েছে।

৩। পেনশন ফরম ২.১ এর সংযোজনী-৪ এর নীচের নোট নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে:
পেনশন কেইসের কোন অংশ সম্পর্কে হিসাব রক্ষণ অফিসের আপত্তি থাকিলে কল্যাণ কর্মকর্তার সহিত পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে তাহা নিস্পত্তি করিতে হইবে।

৪। সংযোজিত ৯(খ) এ নিম্নরূপ নোট সংযোজিত হইবে:
"নোট: কল্যাণ কর্মকর্তাগণের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক পেনশন কেইস সমূহ নিস্পত্তির বিষয়টি অর্থ বিভাগ মনিটর করিবে"।

প্রকৃতপক্ষে জিআইইউ এর সুপারিশ মতে এ সংশোধনের ফলে কল্যাণ কর্মকর্তার দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেই সাথে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

জিআইইউ এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগ

জিআইইউ'র সুপারিশ ছিল পিআরএল শুরুর ২ (দুই) মাস পূর্বে পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণের জন্য বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থার ২০১৬-২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় অংশভুক্ত করার। সে মতে সংশোধিত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আব্যশকীয় অংশে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থায় বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আব্যশকীয় অংশে কর্মকৃতি নির্দেশক (Performance Indicator) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

৩.৮ বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন
Annual Performance Appraisal Report-APAR

Performance Appraisal এর ধারণা মূলত দু'টি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়:

i. সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন (Evaluation) ও

ii. কর্মকর্তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Potential) মূল্যায়ন (Evaluation)।

সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের দু'টি অংশ:

i. সম্পাদিত কাজের পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপ এবং

ii. কর্মকর্তার পেশাগত দক্ষতা ও আচরণের (ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ) মূল্যায়ন

কর্মকর্তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে appraisal এ দু'টি বিষয়ের প্রতিফলন থাকা আবশ্যক:

i. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সুপারিশ এবং

ii. কর্মজীবন পরিকল্পনা তথা কর্মকর্তার বদলী, পদায়ন ইত্যাদি বিষয়ক সুপারিশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে
জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ গ্রহণ করছেন
জিআইইউ মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল হালিম

বাংলাদেশের সরকারি খাতে বর্তমানে কর্মসম্পাদন মূল্যায়নে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তা বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বা Annual Confidential Report (ACR) নামে পরিচিত। বিদ্যমান এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচলিত রয়েছে এবং এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে এ পদ্ধতির একটি প্রধান সমালোচনা হলো এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বরঞ্চ মূল্যায়নে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার বিষয়ে অনুবেদনকারী কর্মকর্তার সাধারণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটার সুযোগ অত্যন্ত বেশী। ফলে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে এ পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়টি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে।

কর্মসম্পাদনের উন্নয়নের তিনটি মূল স্তম্ভ Performance Information System, Performance Evaluation System এবং Performance Incentive System. উক্ত স্তম্ভ তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কাঠামোর মধ্যে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে প্রবর্তিত এ পদ্ধতিকে টেকসই ও কার্যকর করতে তৃতীয় স্তম্ভ তথা Performance Incentive System এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APR) পর্যালোচনান্তে একটি যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, জিআইইউকে আহবায়ক করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ বিদ্যমান এসিআর (ACR) ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত এপিআর (APR) অধিকতর পর্যালোচনান্তে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) এর একটি মডেল সুপারিশপূর্বক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে।

প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. সরকার কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ মডেলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পঞ্জিকাবছর ভিত্তিক মূল্যায়নের পরিবর্তে APA এর মতোই অর্থবছর ভিত্তিক মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

২. APAR এর মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর সরাসরি কর্মসম্পাদনের পরিমাণগত ও গুণগত মূল্যায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে/ গোচরে পূরণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে কনিষ্ঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য আংশিক স্ব-মূল্যায়নের (Self Appraisal) সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০ নম্বর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পেশাগত দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি বিবেচনা করে এ অংশের মূল্যায়ন গোপনীয় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. প্রস্তাবিত APAR টি অনলাইনে পরিচালনযোগ্য হবে এবং পরীক্ষামূলকভাবে হার্ডকপি হিসেবেও প্রচলন করা যাবে। অনলাইনে পরিচালনকালে পরিচালন সময়, ডেটাবেইজে রক্ষিত স্থায়ী উপাত্তের সহজলভ্যতার কারণে অনেক কম সময়ে মূল্যায়ন করা যাবে।

৪. প্রস্তাবিত APAR এ সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোপনীয় অংশে প্রাপ্ত নম্বরের বিষয়ে আপীল করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রধান আপীল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে দিবেন।

৫. প্রস্তাবিত APAR এর ফলে একজন কর্মচারীকে তাঁর পারফর্ম্যান্স এর ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় প্রণোদনা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬. APAR ফরমটি যথাযথভাবে পূরণের সুবিধার্থে একটি স্ব-ব্যাখ্যাত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পেশাগত দক্ষতার বিষয়সমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের জন্য পূরণকারীকে একটি যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Performance Based Evaluation Systems (PBES) এর আওতায় প্রবর্তিত অ্যানুয়াল পারফর্ম্যান্স রিপোর্টকে ভিত্তি ধরে APAR এর মূল কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। PBES এর ধারণা ও দর্শনগত ভিত্তিটি সমুন্নত রাখা হয়েছে।

৮. কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ যোগ্যতাকে ইতিবাচকভাবে তাঁর কর্মজীবন পরিকল্পনার (ক্যারিয়ারের) সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তার বিশেষ যোগ্যতা পদায়নের জন্য বিবেচিত হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে যথাযোগ্যরূপে গড়ে তোলার (Mentoring) সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৯. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সি.আর. শাখার অনুরূপ বা কাছাকাছি মানের APAR ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের ACR ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যমান শাখা বা ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা এজন্য একটি সার্বক্ষণিক নিবেদিত শাখা সৃষ্টি বা দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এ শাখা বা ইউনিট কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স এর সাথে তাঁর ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের APA এ প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয় সাধন করে চূড়ান্তকৃত নম্বরসহ ডোসিয়ারসমূহ সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

১০. কর্মকর্তার কর্মসম্পাদনে দলীয় অর্জনকে গুরুত্ব দেয়ার মানসে সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স এর পাশাপাশি কর্মকর্তার মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ উইং/ দপ্তরের এর কর্মসম্পাদনকেও বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ-মধ্যম-জ্যেষ্ঠ শ্রেণীতে কর্মচারীগণকে বিন্যস্ত করে কনিষ্ঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্সকে অধিকতর গুরুত্ব এবং জ্যেষ্ঠতর পর্যায়সমূহে ক্রমান্বয়ে ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের পারফর্ম্যান্সকে আনুপাতিক হারে অধিকতর গুরুত্ব (weight) দেয়া হয়েছে। এ শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ:

টেবিল ৮: সরকারি কর্মকর্তাদের বিন্যাস:

কর্মকর্তার পর্যায় বা লেভেল	বেতন গ্রেড	মন্তব্য
কনিষ্ঠ	৯ম থেকে ৬ষ্ঠ	টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড ব্যতীত
মধ্যম	৫ম থেকে ৩য়	
জ্যেষ্ঠ	২য় থেকে ১ম	

১১. এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর APAR এ প্রাপ্ত নম্বর, তার মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার APA তে প্রাপ্ত নম্বর এবং তাঁর ইউনিট/ উইং এর APA তে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনার যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

- APAR এ প্রাপ্ত নম্বরের ৮০%
- যে ইউনিট বা অধিশাখায় কর্মরত, তার অর্জন থেকে ১০%
- মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার অর্জন (APA) থেকে ১০%

টেবিল ৯: চূড়ান্ত মূল্যায়নের উদাহরণ:

এরিয়া/ ক্ষেত্র	মোট নম্বর	ওয়েট	নম্বর	
			প্রাপ্ত নম্বর	ওয়েটেড নম্বর
APAR এ প্রাপ্ত নম্বর	১০০	৮০%	৯০	৭২.০০
ইউনিট/ উইংয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে প্রাপ্ত	১০০	১০%	৮৫	৮.৫০
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে প্রাপ্ত	১০০	১০%	৯০	৯
মোট		**১০০%**		**৮৯.৫০**

একইভাবে এ প্রতিবেদনে অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন সূত্র মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে।

১২. প্রস্তাবিত মূল্যায়ন কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সূচি (implementation calendar) সুপারিশ করা হয়েছে। এ সময়সূচিতে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার নিকট এ ফরমটি প্রেরণ, অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুবেদনকারী কর্মকর্তা বরাবর সেলফ্ এপ্রেইজাল অংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন ইত্যাদি সহ চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময়সীমা সংক্রান্ত সুপারিশ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, সচিব এবং সংস্থা প্রধানদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৩.৯ জিআইইউ কর্তৃক ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহের বাস্তব অগ্রগতি

ঢাকা মহানগরীর সর্বজন বিদিত যানজট হ্রাসকল্পে জিআইইউ উদ্ভাবনী উপায়ে কম সময়ে বাস্তবায়ন যোগ্য কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ভাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করে। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এর উপস্থিতিতে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য করণীয় বিষয়ে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদানের জন্য ডিএমপি, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, ডিটিসিএ, রাজউক, নগর ও পরিবহণ বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

কর্মকর্তাদের নাম	পদবী
১. মহাপরিচালক, জিআইইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	আহবায়ক
২. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৩. প্রফেসর মোঃ শামসুল হক, পিএইচ ডি, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
৪. সচিব, বিআরটিএ	সদস্য
৫. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ডিএমপি	সদস্য
৬. প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৭. প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮. প্রতিনিধি, ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯. পরিচালক-১২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১০. পরিচালক (ইনোভেশন), জিআইইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য

এ কমিটির পরামর্শের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মতামত সংগ্রহ করে যানজট নিরসনে স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, পরীক্ষামূলকভাবে মতিঝিল, ধানমন্ডি ও গুলশান এলাকায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সুপারিশকৃত বিষয়	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী প্রধান সংস্থা
১। মতিঝিল এলাকায় অবস্থিত কার পার্কিং ভবনের কার্যকরী ব্যবহার এবং মতিঝিল এলাকায় ১০০০টি গাড়ী পার্কিং করার ব্যবস্থা করা	১.১ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মতিঝিলের সিটি সেন্টার ও দিলকুশার সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পার্কিং ভবন ২টিতে গাড়ী পার্কিং স্থানের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। কোন ভবনের সামনের সড়কে ও মতিঝিল মূল সড়কে যানবাহন পার্কিং করে গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি যাতে না হয় সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	১.২ মতিঝিল, দিলকুশা এলাকাস্থিত সরকারি-বেসরকারি অফিস প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ তাদের আওতাধীন যানবাহনের বৈধ পার্কিং নিশ্চিত করছেন।	সংস্থা প্রধানগণ

সুপারিশকৃত বিষয়	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী প্রধান সংস্থা
২। ভবনের পার্কিং স্পেস ব্যবহার	২.১ যে সব ভবনের পার্কিংস্থান পার্কিং ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সে সব দায়ী ভবন মালিকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এ পর্যন্ত ২০৫টি পার্কিং স্থান উদ্ধার করা হয়েছে। ২.২ যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর গাফিলতি বা দায়িত্বে অবহেলার কারণে অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।	রাজউক
৩। ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ ও ব্যবহার	৩.১ পথচারীদের ফুটওভার ব্রীজ ব্যবহারে আগ্রহী করার জন্য এগুলোকে Clean Air and Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের আওতায় আকর্ষণীয় হিসেবে গড়ে তুলতে প্রচারণা ও সৌন্দর্য বর্ধন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩.২ ফুটপাত দিয়ে পথচারীদের নিরাপদ চলাচল করতে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হচ্ছে। ৩.৩ ফুটওভার ব্রীজের নীচ দিয়ে অবৈধ পথচারী পারাপার বন্ধের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
৪। অন স্ট্রিট এবং অফ স্ট্রিট পার্কিং এলাকা চিহ্নিত করণ	৪.১ স্বল্প সময়ের জন্য গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য সদরঘাট, ঢাকা ডিসি অফিস, বাহাদুরশাহ পার্কের সন্নিকটে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪.২ সচিবালয়ের আশে পাশে শাহবাগ, ধানমন্ডি, পুরান ঢাকার কোর্ট কাচারি এলাকায় পার্কিং স্থান দ্রুত খুজে বের করতে সিটি কর্পোরেশন কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ডিএমপি
৫। গাবতলী ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকায় যত্রতত্র বাস না রাখা	৫.১ গাবতলী টার্মিনালের বাহিরে কোন যানবাহন পার্কিং করানো হচ্ছে না। এটি পূর্বের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন। ৫.২ আমিনবাজার ব্রীজের নীচের রাস্তা চালু হওয়ায় গরু পারাপারের জন্য ঐ রাস্তা ব্যবহার করা হচ্ছে যা গাবতলী এলাকার যানজট কমিয়েছে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৬। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালামাল উঠানো এবং নামানো	৬.১ সড়ক বন্ধ রেখে কোন প্রতিষ্ঠান মালামাল উঠানামা করাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।	ডিএমপি
৭। রাস্তার বাম লেন খোলা রাখা	৭.১ সকল সড়কের বাম লেনে ঢুকে কোন যানবাহন যেন সোজা যেতে না পারে সে জন্য মোড়ের পরও অনেকদূর পর্যন্ত অবস্টাকল দেয়া হয়েছে।	ডিএমপি
৮। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শপিংমলে আগত যানবাহন	৮.১ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা শপিংমলে আগত যানবাহন সড়কে রেখে অন্য যানবাহন বা পথচারীদের চলাচলে কোন রকম বিঘ্ন ঘটাতে না পারে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।	ডিএমপি
৯। ইউলুপ (কামরুল মডেল) নির্মাণ অগ্রগতি	৯.১ প্রকৌশলী কামরুল হাসান উদ্ভাবিত মডেলটি (Quick Removal of Traffic jam from the front side of the Prime Minister's Office) আংশিক পরিবর্তন করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্দেশনা মোতাবেক তেজগাঁও-সাতরাস্তা হতে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত সড়কে ২২টি ইউলুপ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
১০। ধোলাই খাল, সদরঘাট এলাকাকে যানবাহন চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত রাখা	১০। সর্বক্ষণের জন্য এ সকল এলাকার সড়কে বাস ট্রাকের অবৈধ পার্কিং ও দোকানপাট বসানো বন্ধ করা হয়েছে।	ডিএমপি ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

এছাড়া যে সকল সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে তা নিম্নরূপ:

সুপারিশকৃত বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী প্রধান সংস্থা
১। বহুতল ভবন নির্মাণে ডিটিসিএ এর অনুমোদন	১.১ দশ তলা বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউক ভবনের প্ল্যান ডিটিসিএ এর নিকট বিধি মোতাবেক প্রেরণ করবে। ডিটিসিএ Traffic Impact analysis করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	রাজউক ডিটিসিএ
২। ধোলাই খাল, সদরঘাট এলাকাকে যানবাহন চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত রাখা	২.১ সদরঘাটে আগত যানবাহনের পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২.২ লালবাগ, রায়ের বাজার হয়ে গাবতলী যাওয়ার ওয়াকওয়ে করার পরিকল্পনার অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়েছে।	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন
৩। কমিউটার ট্রেন সার্ভিস বৃদ্ধি করা	৩.১ বর্তমানে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা-টুঙ্গি রুটে ২১ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। তবে লেভেল ক্রসিংগুলিতে Canel hump over pass নির্মান করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করা হচ্ছে।	রেলপথ মন্ত্রণালয়
৪। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্থাপিত কন্টেইনার অপসারন পূর্বক সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) নির্মাণ স্থান নির্বাচন	৪.১ রাস্তার উপর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কন্টেইনার এলোপাথারি ভাবে পড়ে থাকার কারণে যাতে যানজট সৃষ্টি না হয়ে সে বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসটিএস স্থাপনের জন্য যে সকল মন্ত্রণালয়/ সংস্থার জায়গা ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের সাথে আলোচনা পূর্বক স্থান নির্বাচন করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৫। অতিথি গাড়ি বাহিরে রাখা ও কার্যপলক্ষ্যে অফিস, প্রতিষ্ঠানে আগত যানবাহনের পার্কিং	৫.১ কোন অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রয়োজনে নিয়ে আসা গাড়ি ও আবাসিক ভবনে আগত অতিথিদের গাড়ি সংশ্লিষ্ট ভবন অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বা রাখতে না দিয়ে এবং অন্যত্র গাড়ি পার্কিয়ের ব্যবস্থা না করে বাহিরে রাখতে বলতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫.২ ঢাকা মহানগরে ১০ তলার অধিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০% পার্কিং স্পেস বৃদ্ধি করে ভবন নির্মাণ করতে ডিটিসইএ এর সাথে পরামর্শ করতে হবে যাতে করে অতিথি গাড়ীগুলো রাস্তায় পার্কিং না করে।	ডিএমপি ডিটিসিএ
৬। বিআরটিএ কর্তৃক অনুপযুক্ত গাড়ীর ফিটনেস	৬.১ বিআরটিএ কর্তৃক অনুপযুক্ত গাড়ীর ফিটনেস প্রদানের কারণে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এজন্য ফিটনেস প্রদানের ক্ষেত্রে বিআরটিএ কে আরো সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডিএমপি-বিআরটিএ এর ডাটাবেজ ব্যবহার করতে পারছে।	বিআরটিএ
৭। অটোমেটেড সিগনাল	৭.১ অটোমেটেড সিগনাল/ ট্রাফিক পুলিশের হাতের সিগনাল একই সময়ে হতে পারে।	মেট্রোপলিটন পুলিশ

3.10 Sustainable Development Goals (SDGs): An Introductory for Bangladesh

"Let us together create a world that can eradicate poverty, hunger, war and human sufferings and achieve global peace and security for the well being of humanity". – Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Speech at 29th UNGA, 1974)

Sustainable Development Goals emerge from the unfinished agenda of the Millennium Development Goals (MDGs). Many poor and under-developed countries could not attain the MDGs fully; however, the MDGs set some definite targets to improve the livelihood of the citizens. The Developed countries committed to support the Least Developed Countries (LDCs) and under-resourced and poorly-managed nations to attain some minimum progress in socio-economic conditions. Prime Minister's Office (PMO) has been assigned to take lead as cordinator of the SDGs and Governance Innovation Unit (GIU) is workingk as the dedicated sensual focal of SDGs Coordination and planning with public sector agencies.

Millennium Development Goals (MDGs)

MDGs were declared in 2000 at the UN Millennium Summit. All 189 UN member states (currently there are 193 member states) and 23 International Organizations committed to help achieve the 8 MDGs by 2015 and the goals were targeted for the LDCs and the Developing nations (Global South). The following list contains the 8 overarching but well pointed goals which had 21 targets and 60 measurable indicators:

Goal 1: Eradicate Extreme Hunger and Poverty
Goal 2: Achieve Universal Primary Education
Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women
Goal 4: Reduce Child Mortality
Goal 5: Improve Mental Health
Goal 6: Combat HIV/ AIDS, Malaria, and other diseases
Goal 7: Ensure Environmental Sustainability
Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

Although the achievements of the government were measured through numerical calculations, there has been a shift in performance measurement trends in the recent years. Thinkers of the global development suggest a few shifts in the assessment process: from international towards nationally driven priority settings, from a sector-focused (singular) to cross-cutting (multiple) issues and factors combining both quantitative and qualitative assessments. Ultimately Government's Performance Management Systems (GPMS) all over the world have been showcased from a purely reporting tool to a result (evidence) based monitoring strategy.

Sustainable Development Goals (SDGs)

The idea of sustainable development is not new. The World Commission on Environment and Development Report, Our Common Future (1987), suggests that sustainable development should meet the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Keeping this idea at the core the global community adopted the official declaration: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development on 25 Sept 2015 at the 70th UN General Assembly where 193 member states committed to work towards implementing the Agenda 2030 within their own countries and at the regional and global levels. There are 17 Goals with 169 associated targets, effective from January 2016, to guide the international development agenda over the next 15 years. The UN Statistical Commission, in March 2016, has finalized 230 global indicators to be presented at the 71st UNGA in September 2016. In addition, member states are strongly encouraged to develop national indicators. Following is the list of the SDGs:

Goal 1: End Poverty in all its forms everywhere (7 targets)
Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture (8 targets)
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages (13 targets)
Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all (10 targets)
Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls (9 targets)
Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (8 targets)
Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (5 targets)
Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all (12 targets)
Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation (8 targets)
Goal 10: Reduce inequality within and among countries (10 targets)
Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable (10 targets)
Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns ((11 targets)
Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts (5 targets)
Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development (10 targets)
Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss (12 targets)
Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels [= Governance] (12 targets)
Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development (19 targets).

Bangladesh contributed extensively in the making of the SDGs. Bangladesh proposed 11 goals along with 58 targets with corresponding 241 measurable indicators in the Post 2015 Development Agenda (P2015DA). The issues of the common goals are: 1. Poverty; 2. Gender equality; 3. Food security & nutrition; 4. Healthy lives; 5. Quality education; 6. Productive employment; 7. Good governance; 8. Environmental sustainability; 9. Sustainable production and consumption; and 10. Global Partnership. The issue of 'inequality' is placed as a separate goal, however, in Bangladesh's proposal inequality was attached as a target under poverty eradication. The goals related to 'water & sanitation', 'sustainable energy', 'climate change', 'resilient infrastructure', 'conservation of natural resources' were proposed as targets in Bangladesh's proposal.

The preamble of the SDGs describes the basic philosophy based on the following foundations: People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. With these, the declaration also added Dignity and Justice as two important issues of human development. The 'Agenda' has been described as universal, transformative, inclusive, and integrated and it promotes global partnership and country-led implementation (contextual priority) which has already been viewed as "ambitious" at a time of "challenging international environment". The target measurements will include both quantitative and qualitative data. The SDGs are based on the following principles:

– leave no one behind
– put sustainable development at the core
– transform economies for jobs and inclusive growth
– build peace and effective, open and accountable public institutions

The SDGs also target the three pillars of sustainable transformation: Economic, Social, and Environmental and this time the social issues (as against economic) dominate the development framework. The main challenge remains: How the 'universal' SDGs will be rearticulated at the national level reflecting the contextual priorities?

To monitor the progress globally, a High Level Political Forum (HLPF) has been formed and the UN Secretary General's Office is providing the coordination support for this forum. Public sectors, private entities, civil society, academia, and NGOs all over the world have also taken initiatives to assess the progress for SDGs. In addition, among all the issues, water has been given special importance. Attaining the water related targets should be counted as winning half the battle. This

is why, a High Level Panel on Water (HLPW), comprised of 10 head of States and Governments where our Hon Prime Minister Sheikh Hasina is a member, has been announced by the UN Secretary General to guide the global community particularly on the implementation of SDG 6 and other water related SDG targets.

Bangladesh's challenges for SDGs

For Bangladesh, primarily 5 challenges have been identified at the initial stage of SDGs achievement:

- Aligning SDG implementation with national planning and policy processes
- Management, coordination and leadership for SDG implementation
- Adequacy of financing and other means of implementation including systemic issues
- Data-related issues and capacity of the national statistical agencies
- Partnership and stakeholder participation including institutional arrangements

Both SDGs and the 7th Five Year Plan (7FYP) are formulated in 2015. This is a good opportunity for policy integration in Bangladesh. The 7FYP document declares that it embraces the goals proposed by the Open Working Group (OWG) as the P2015DA and endorses the Rio+20 outcome document: The Future We Want. Bangladesh MDG Progress Report (GED, 2015) states that a "Development Result Framework (DRF)" has been finalized, considering the indicators of proposed SDGs, to incorporate with the 7FYP. But the 7FYP is not the only development plan; there are a number of sector-specific and cross-sector socio-economic development plans that are already in place. Those plans and policies must be aligned with the targets of the SDGs.

Since the goals and targets are cross sector issues, many civil society groups suggest that the PMO should lead the coordination process along with the Finance and the Planning ministries and through enhancing the capacity of the BBS. The government agencies will be involved in implementing the targets under each goal area. To implement the SDGs efficiently, national plans and policies must be effectively integrated. There should be flexibility to address future needs (for resources and systemic changes).

Planning for SDGs and the GIU

Planning of SDGs is a challenge for all developing countries like Bangladesh. A national committee headed by the Principal Secretary to Prime Minister has been formed to monitor the implementation and coordination of SDG targets in Bangladesh. Governance Innovation Unit (GIU) at the PMO is the common focal for all SDG issues at the PMO to assists the total coordination process. With the help of General Economic Division (GED) of the Planning Commission, we have already completed a draft stakeholder mapping for the public sectors. Our next challenge is how to design the actions that would help achieve the targets by 2030. In addition, we need to take the issue to the general citizens and actors at all levels: rural and urban, government and non-government, and technical and non-technical individuals.

To translate the philosophy of the SDGs across the public sectors, the GIU is organizing seminars and workshops and imparting trainings on the assimilation of SGDs into the GPMS. We have already trained more than 1000 public sector officials and engaged with the Civil Society, NGOs, Academia, and Media. GIU also provides research supports on SDGs to other ministries and agencies of the government. GIU has translated the gist of the SDGs in Bangla language for the local government institutions in rural Bangladesh so that the citizens living at the periphery do not feel isolated from this universal agenda. While the ministries or agencies set targets for the Annual Performance Agreement (APA), which is also GIU's pioneering initiative across government, this is mandatory to keep the SDG related targets into those APAs. In this way, GIU has prioritized the SDG implementation in the activities of the government. On the water and sanitation issues (SDG 6 plus) the GIU is providing research and coordination support to the Sherpa of the HLPW member and the Hon Prime Minister. Similarly, keeping the issue of Governance as a special task, GIU and UNDP Bangladesh are collaborating with a few academic and research organizations to frame a National Governance Assessment Framework (NGAF) which will work as an indigenous tool to assess the progress of SDG 16 and other governance related issues in Bangladesh.

Conclusion

SDGs implementation will require multi sector approaches and any silo approach will not work. Goals (and targets) prioritization is a big challenge (all 17 goals are interrelated and mostly complementary to each other) through the traditional agencies of the government. Attainment of SDGs will require a strong and effective institutional mechanism involving multiple stakeholders including public representatives (national and local), government (political executives and bureaucracy), private sector, civil society, knowledge community, and development partners.

In spite of these challenges, we are optimistic and inspired by our success in the MDGs. Planning for SDGs will also help us attain our Vision 2021 which will reinforce to get a prosperous Bangladesh by 2041. GIU's mantra is 'putting citizens first'. As the public sector catalyst, GIU is committed to bring in positive changes in the quality of lives for our citizens.

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ "দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" কর্মসূচীর পর্যালোচনামূলক প্রতিবেন

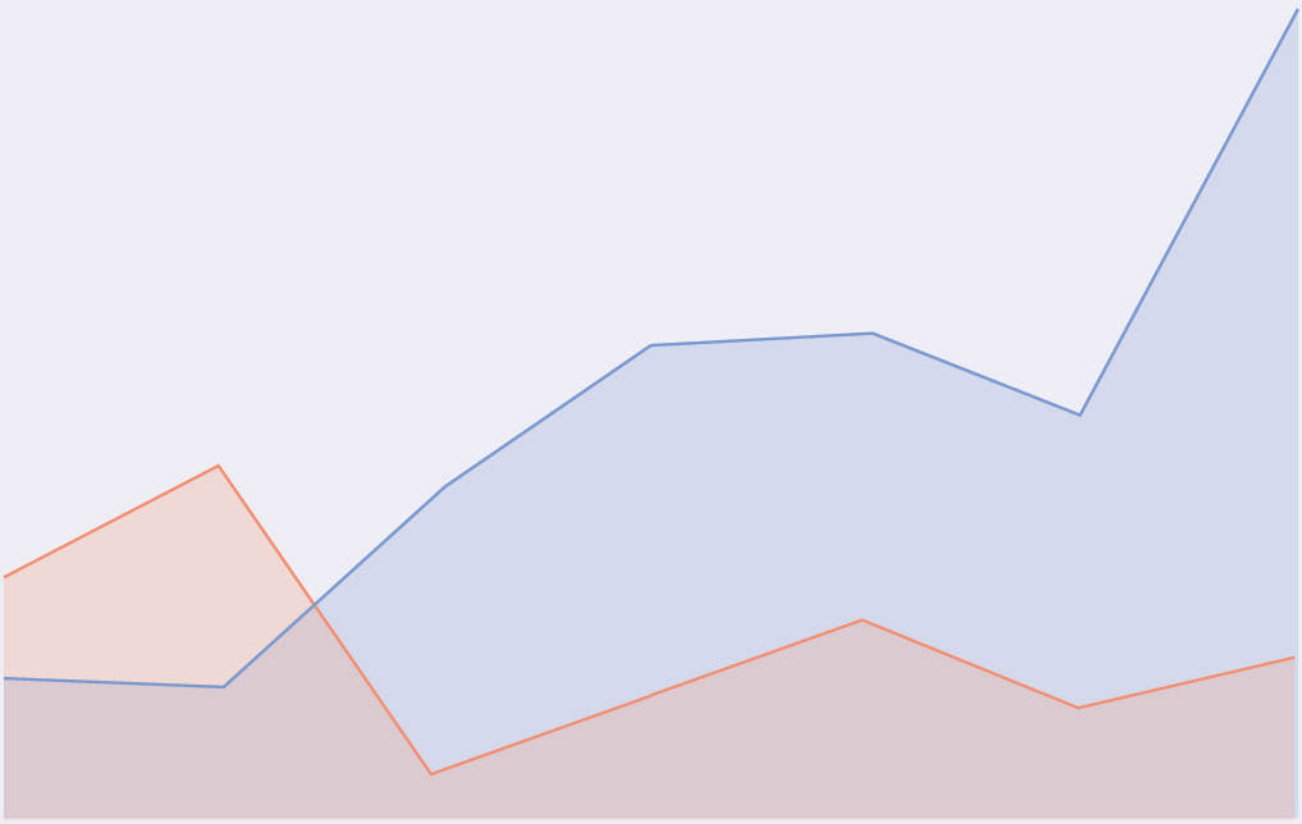

৪.১ 'দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন

গত জানুয়ারি ২০১৫ থেকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট 'দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক একটি রাজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এ কর্মসূচির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

টেবিল ১০: কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ মেয়াদে অর্থবছর অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ:

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	অর্থবছর ওয়ারী ব্যয় বিন্যাস (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)			মোট
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	
রাজস্ব					
৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৭.০০	১০.০০	১০.০০	২৭.০০
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১২.০০	৪৮.০০	৪০.০০	১০০.০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০.০০	৪০.০০	১০.০০	৬০.০০
৪৮৪২	সেমিনার/ কর্মশালা	১০.০০	৩০.০০	১০.০০	৫০.০০
মোট রাজস্ব		৩৯.০০	১২৮.০০	৭০.০০	২৩৭.০০
মূলধন					
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১.০০	--	--	১.০০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৬.০০	৩.০০	--	৯.০০
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়ার	২.০০	৩.০০	--	৫.০০
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	৫.০০	৫.০০	--	১০.০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	৩.০০	--	--	৩.০০
মোট মূলধন		১৭.০০	১১.০০	০০	২৮.০০
সর্বমোট		৫৬.০০	১৩৯.০০	৭০.০০	২৬৫.০০

উপরের ছক থেকে দেখা যায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে ১,২৮,০০,০০০.০০ (এক কোটি আটাশ লক্ষ) টাকা এবং মূলধন খাতে ১১,০০,০০০.০০ (এগার লক্ষ) টাকা, সর্বমোট ১,৩৯,০০,০০০.০০ (এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিলো।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসারের মাধ্যমে কাজের সংস্কৃতিতে (work culture) এ পরিবর্তন আনা;
২. সার্ভিস প্রসেস ইনোভেশন এবং সার্ভিস প্রসেস সহজিকরণের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ সরকারি জনশক্তি প্রস্তুত করণ;
৩. কেপিআই, পারফর্ম্যান্স কন্ট্রাকটিং, পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সরকারি দপ্তর সমূহকে প্রস্তুত করণ, কেপিআই নির্ধারণ, সরকারি সকল দপ্তরে পারফর্ম্যান্স কন্ট্রাকটিং চালু করণ;
৪. সরকারের উত্তম চর্চা সমূহের বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর প্রসার;
৫. উদ্ভাবনী প্রকল্পের/ আইডিয়ার জন্য উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান;
৬. 'সবার আগে নাগরিক' এই আদর্শকে সম্মুখে তুলে ধরে, সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি/ সহজিকরণের মাধ্যমে সরকারের 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখা।

টেবিল ১১: কর্মসূচির ফলাফল নির্দেশকসমূহ:

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা	
		১ম বছর	২য় বছর
১। নির্দেশক-ক (উদ্ভাবনী মনোবৃত্তি তৈরির মানসে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান)	সংখ্যা	৫০০	১৫০০
২। নির্দেশক-খ (উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন)	সংখ্যা	২০	২০
৩। নির্দেশক-গ (উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা ও সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণের লক্ষ্যে সেমিনার/ কর্মশালা)	সংখ্যা	১০	০৮
৪। নির্দেশক-ঘ (সরকারি কর্মক্ষেত্রে ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও চালু করণ)	সংখ্যা	১	১
৫। নির্দেশক-ঙ (পারফর্ম্যান্স কন্ট্রাকটিং চালুকরণ)	সংখ্যা	১০টি মন্ত্রণালয়/ সরকারি দপ্তর	সকল মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর

উল্লিখিত ফলাফল নির্দেশকসমূহ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা, গবেষণা সম্পন্নকরণ, উদ্ভাবনী ধারণা ও উত্তম চর্চার বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, এ সংক্রান্ত পুস্তিকা ও প্রতিবেদন প্রকাশ ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ:

কর্মসূচির 'প্রশিক্ষণ' খাত (কোড-৪৮৪০) এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাত (কোড-৪৮৪২) থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। অর্থবছরের প্রারম্ভিক বরাদ্দ অনুযায়ী 'প্রশিক্ষণ' খাতে বরাদ্দ ছিলো ৪০,০০,০০০.০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাতে বরাদ্দ ছিলো ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা।

টেবিল ১২: প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনার উপখাতে ব্যয়:

খাত	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
কর্মশালা/ সেমিনার	৪৪.৪৩
প্রশিক্ষণ	২৫.৪০
মোট	**৬৯.৮৩**

পরবর্তীতে বিভিন্ন খাতের ব্যয় পর্যালোচনা ক্রমে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে পুন: উপযোজনের মাধ্যমে 'প্রশিক্ষণ' খাতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ২৭,০০,০০০.০০ (সাতাশ লক্ষ) টাকা এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ৪০,০০,০০০.০০ (চলিশ লক্ষ) টাকা। সমগ্র অর্থবছরে 'প্রশিক্ষণ' খাতে সর্বমোট ব্যয় হয় ২৫,৪০,১২৮.০০ (পঁচিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশত আটাশ) টাকা এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৪৪,৪২,৭৪৩.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত তেতাল্লিশ) টাকা।

টেবিল ১৩: কর্মশালা/ সেমিনার খাত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়, তার সার সংক্ষেপ:

কর্মশালার বিষয়বস্তু	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
এসডিজি ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৫.৬০	৩৬০
স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ	২.৪৩	১৩০
স্বাস্থ্যসম্মত পশু কোরবানি	২.৪৯	১২০
বাল্যবিবাহ নিরোধ	৬.১৫	১৪০৫
সুশাসনে গণমাধ্যমের ভূমিকা	২.৩৮	৮০
সিটিজেন'স চার্টার	২৫.৩৮	১১৪৫
মোট:	৪৪.৪৩ (চুয়াল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার)	৩,২৪০ (তিন হাজার দুইশত চল্লিশ)

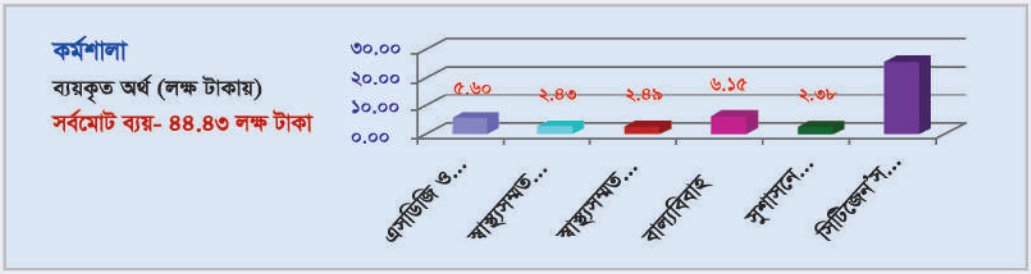

টেবিল ১৪: 'প্রশিক্ষণ' খাত থেকে যে সকল প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়, তার একটি সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হলো:

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
এসডিজি ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৭.২৮	৫৫০
বাল্যবিবাহ নিরোধ	৫.০০	২১০
প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়	৩.১৩	০
মোট:	২৫.৪০	৭৬০

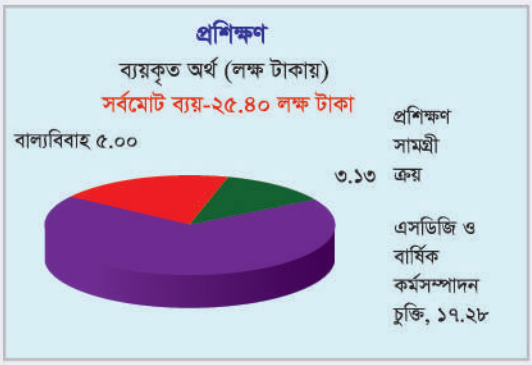

এ দু'টি খাতে ব্যয় নির্বাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কর্মশালা/ সেমিনার খাতে ৪৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩,২৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে কর্মশালার আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে জনপ্রতি সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় মাত্র ১,৩৭১.০০ (এক হাজার তিনশত একাত্তর) টাকা। উল্লেখ্য, এ ব্যয়ের মধ্যে ভ্যাট ও আয়কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একইভাবে প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় পর্যালোচনায় লক্ষণীয় ২২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (৩.১৩ লক্ষ টাকা প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয়েছে) মোট ৭৬০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনপ্রতি সরকারি কোষাগার থেকে ভ্যাট ও আয়কর সহ ২,৯৩১.০০ (দুই হাজার নয় শত একত্রিশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

সর্বোপরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে (৪৪.৪৩ + ২২.২৮) = ৬৬.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (২১৮৫+৭৬০) = ২৯৪৫ জন অংশগ্রহণকারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনারের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে জনপ্রতি ব্যয় মাত্র ২,২৬৫.০০ (দুই হাজার দুইশত পঁয়ষট্টি) টাকা।

গবেষণা কার্যক্রমের বিবরণ:

২০১৫-১৬ অর্থবছরে উল্লিখিত কর্মসূচির 'গবেষণা' খাতে প্রাথমিক বরাদ্দ ছিলো ৪৮,০০,০০০.০০ (আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা। পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনা পুন: নির্ধারণের প্রেক্ষিতে পুন: উপযোজনের মাধ্যমে এ খাতে বরাদ্দ নির্ধারিত হয় ৪৬,০০,০০০.০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা। তন্মধ্যে এ অর্থবছরে ৪৫,৮৯,১৩৭.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার একশত সাঁইত্রিশ) টাকা ব্যয়ে নিম্নবর্ণিত ৬টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়।

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	গবেষণার শিরোনাম	ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ	গবেষক প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি
১.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	Social Safety Net Programmes in Bangladesh: An Assessment of Six Special Safety Net Programmes Initiated by the Honorable Prime Minister	৯,৯৯,৫০০.০০	লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২.	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা	Achieving Efficient performance Management and Effective Governance: potential of Annual performance Agreement in Bangladesh	৯,৯৪,৬৬৭.০০	অধ্যাপক ফেরদৌস জাহান
৩.	বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি	Performance based Appraisal System: Examining the Existing system in Public sector of Bangladesh	৩,৯৬,৭২০.০০	জনাব সিয়ামুল হক রব্বানী
৪.	যানজট সমস্যা নিরসন	ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে ইউলুপ পদ্ধতির সম্ভাব্যতা যাচাই	১,০০,০০০.০০	প্রকৌশলী কামরুল হাসান
৫.	সেবা প্রদানে উদ্ভাবন	Challenges of innovation in Governance in Public Service Delivery	৭,৯৯,২৫০.০০	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র, সাভার
৬.	নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন	Assessment of Citizens Charter: Comparison between First Generation and Second Generation Citizen Charter	৯,৯৯,০০০.০০	লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭.	স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ	পচনশীল খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' বিষয়ক গবেষণা	৩,০০,০০০.০০	ডঃ মোবারক আহমেদ খান
		সর্বমোট ব্যয়: ৪৫,৮৯,১৩৭.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার একশত সাঁইত্রিশ) টাকা।		

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও গবেষণা সংক্রান্ত উদ্যোগের স্বল্প মেয়াদী ফলাফল (short-term outcome):

সিটিজেন'স চার্টার:

এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন ১০০টি অধিদপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে ইতোমধ্যেই এ সমস্ত সরকারি দপ্তরের সিটিজেন'স চার্টার পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত মানসম্পন্নভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিটিজেন'স চার্টার পূর্বের তুলনায় অনেক জনবান্ধব হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী সাধারণ জনগণ আগের চেয়ে অনেক সহজে সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি):

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার মাধ্যমে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন ১০০টি অধিদপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সকল দপ্তর কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির দলিল পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অনেক বেশী ফলাফলধর্মী এবং সংস্থার মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া এ সকল দপ্তরের প্রধানগণকেও এ সংক্রান্ত কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানোর ফলশ্রুতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়। একইসাথে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সময় এসডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যে তাদের বাস্তবায়নযোগ্য অংশটুকু সক্রিয়ভাবে বিবেচনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়াস পাবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ:

বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ'র উদ্ভাবনী পদ্ধতি জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা রেজিস্ট্রার সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারবৃন্দকে অবহিত করার সুফল ইতোমধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত খবর আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনের উদ্যোগে এ অর্থবছরে প্রায় ১৫,৭০৫টি (পনের হাজার সাতশত পাঁচ) বাল্যবিবাহ সংঘটন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ প্রচলন ও ফরমালিনের প্রয়োগ রোধ:

এ বিষয়ে জিআইইউ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যেই যেমন ফরমালিনের প্রয়োগ প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি বিকল্প স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ 'কাইটোসান' প্রচলনে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) 'কাইটোসান' বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এ উদ্যোগ সফল হলে খুব শীঘ্রই দেশ থেকে ফরমালিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরিবেশ দূষণ রোধে নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিতকরণ:

এ বিষয়ে জিআইইউ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার ফলশ্রুতিতে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ইতোমধ্যেই কোরবানির জন্য স্থান নির্ধারণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড শুরু করেছে। আগামী ঈদ-উল-আযহায় এ উদ্যোগের সুফল হিসেবে ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভায় নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে জিআইইউ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

কর্মসূচির সম্ভাব্য ফলাফল নির্দেশকের অর্জন সংক্রান্ত পর্যালোচনা:

নির্দেশক-ক (উদ্ভাবনী মনোবৃত্তি তৈরির মানসে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান) অনুযায়ী কর্মসূচির ২য় বছরে ১৫০০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিলো। এছাড়া **নির্দেশক-গ** (উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা ও সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণের লক্ষ্যে সেমিনার/ কর্মশালা) অনুযায়ী ২য় বছরে ৮টি কর্মশালা পরিচালনা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিলো। জিআইইউ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা/ সেমিনারের মাধ্যমে (২১৮৫+৭৬০) = ২৯৪৫ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সম্পাদিত কর্মশালার সংখ্যা ৪০টি। সুতরাং এটি সহজেই উপলব্ধ যে, এ দু'টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে জিআইইউ'র অর্জন শতভাগের চেয়েও বেশী।

নির্দেশক-খ (উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন) অনুযায়ী উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০টি। এ বিষয়ে জিআইইউ প্রতিমাসেই ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উপযোগী প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে সর্বমোট ২৮১টি প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১২৪টি প্রস্তাবকে বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ইতোমধ্যেই ৪২টি প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে।

নির্দেশক-ঘ (সরকারি কর্মক্ষেত্রে ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও চালু করণ) বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিলো। তবে অনুরূপ বিষয়ে (পাবলিক সার্ভিস এওয়ার্ড) ইতোমধ্যেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করায় জিআইইউ এই নির্দেশকের অধীনে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। আগামীতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনে এই নির্দেশকটি সংশোধন/ পরিমার্জন করে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

নির্দেশক-ঙ (পারফর্ম্যান্স কন্ট্রাকটিং চালুকরণ) বিষয়ে জিআইইউ'র অর্জন উল্লেখযোগ্য। ইতোমধ্যেই সরকারের ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য তৃতীয়বারের মতো চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাগুলোও নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সুফল জনগণের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ইউনিট তার কার্যক্রমকে 'গবেষণা', 'সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'লিয়াজোঁ ও আউটরিচ', উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন' এই ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করে আসছে। গত কয়েক বছরে জিআইইউ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন এবং সীমিত পরিসরে গবেষণা পরিচালনা। জিআইইউ এর অন্যতম অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সুফল জনগণের নিকট পৌছানো । এ লক্ষ্যে চলমান মতবিনিময় সভা-সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন এর জন্য আরও অধিক পরিমাণ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। জিআইইউ এর ভিশন, মিশনের আলোকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল:

৫.১ গবেষণা

৫.১.১ গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গবেষণা পরিচালনা

জিআইইউ আগামী অর্থ বছরে ৪টি গবেষণা পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। "দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" কর্মসূচির আওতায় এ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৪০ লক্ষ টাকা হতে নিম্নবর্ণিত সম্ভাব্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হবে

১. সিভিল সার্ভিসের Carrier Planning বিষয়ক গবেষণা
২. পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণ বিষয়ক গবেষণা
৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কের কার্যকারিতা বিষয়ক গবেষণা
৪. নির্ধারিত স্থানে কোরবানীর পশু জবাই নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের Impact analysis

৫.১.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল

জিআইইউ পরিচালিত গবেষণা হতে লব্ধ ফলাফল সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম এর মাধ্যমে অবহিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রসার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সরকারের ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ও আওতাধীন সংস্থার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' স্বাক্ষরে জিআইইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ বৎসরে মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা জিআইইউ এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.২.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাগুলোতে চলমান কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আলোকে কর্মসম্পাদন নির্ধারণে সহায়তা

আগামী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহে চলমান কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনায় এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আলোকে কর্মসম্পাদন নির্ধারণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অব্যাহত রাখা হবে। এ ছাড়া সমঝোতা স্মারক অনুসারে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

৫.৩ বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন

বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পদ্ধতি যুগোপযোগী করার জন্য জিআইইউ এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণার সুপারিশমালার আলোকে এ বছরে পাবলিক সেক্টরে চালুকৃত বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রথম শ্রেণীর/ সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য সেলফ্ এপ্রাইজাল ভিত্তিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৬-২০১৭ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহে এই নতুন কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগের বিষয়টি এ বছরের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৪ দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক অধিকার সনদ (Citizen's Charter) বাস্তবায়ন

সিটিজেন'স চার্টার বা নাগরিক অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এ ইউনিটের একটি অন্যতম ম্যান্ডেট। সকল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নাগরিক অধিকার সনদকে অধিকতর জনবান্ধব ও কার্যকরী করা গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের অন্যতম লক্ষ্য। অধিকন্তু, মন্ত্রণালয়/ বিভাগে চালুকৃত বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আবশ্যকীয় অঙ্গভুক্ত সিটিজেন'স চার্টারকে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যৌথভাবে কাজ করা গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কর্মপরিকল্পনার অন্যতম অংশ।

৫.৪.১ বাংলাদেশে গণখাতে নাগরিক অধিকার সনদের ব্যবহার/ কার্যকারিতা বিষয়ক গবেষণার সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা

এ বছরে পরিচালিত "গণখাতে নাগরিক অধিকার সনদের ব্যবহার/ কার্যকারিতা বিষয়ক গবেষণার" সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক তা বাস্তবায়ন করা।

৫.৫ বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম সম্প্রসারণ

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের অংশ হিসাবে জিআইইউ ইতোমধ্যে যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিবাহ পড়িয়ে থাকেন (নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার ব্যতীত) তাদের ডাটাবেজ তৈরি করেছে। আগামী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার অন্যতম হলো বাল্যবিবাহ হ্রাস কল্পে ডাটাবেজভুক্ত ৬৫ হাজার ব্যক্তির প্রশিক্ষণ, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা, সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের (যেমন UNICEF, UNDP) সাথে যৌথভাবে কাজ করা। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড পরিচালনাও জিআইইউ এর কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিবাহ নিবন্ধন ফরমসহ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালায় পরিবর্তনে সুপারিশ প্রদান।

৫.৬ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনের প্রয়োগ রোধে সরকারি কার্যক্রমের প্রভাব বিষয়ক গবেষণা

কাইটোসান এর ব্যবহারবিধি ও উপযোগিতা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কর্মশালা সেমিনার এর আয়োজন, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরীর বিষয়টি জিআইইউ এর অন্যতম কর্মপরিকল্পনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিস কর্পোরেশন এর সহায়তায় কাইটোসান বাণিজিক উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়টি কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে।

৫.৭ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

জিআইইউ ও আইসিটি অধিদপ্তর এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক অনুসারে উভয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৮ গবেষণাপত্র, টিভিসি নির্মাণ, বার্ষিক ও অন্যান্য নিয়মিত প্রকাশনা

"দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ৬টি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। উক্ত গবেষণা সমূহ বহুল প্রচারের লক্ষ্যে প্রকাশনা, অন্যান্য নিয়মিত প্রকাশনা করা সহ বাল্যবিবাহের ওপর টিভিসি প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও সিটিজেন'স চার্টার সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক প্রকাশনা ২০১৬-২০১৭ বৎসরের কর্ম পরিকল্পনায় অন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৯ ন্যাশনাল গভর্নেন্স এসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন

সুশাসন বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রণীত মূল্যায়ন পদ্ধতির পাশাপাশি দেশীয় সূচক (country contextual indicator) সম্বলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকারের (জিআইইউ) সুশাসন বিষয়ে দেশীয় সূচক (Country contextual indicator) সম্বলিত মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group) ৪টি কর্মশালার মাধ্যমে ও আর্ন্তজাতিক পরামর্শক এর মতামতের ভিত্তিতে প্রাথমিক খসড়ায় ৫টি থিমাটিক এরিয়া ও ১৮টি সাব থিমাটিক এরিয়া সনাক্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে প্রণীত প্রাথমিক খসড়ার ওপর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হবে।

৫.১০ নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই করণ বিষয়ক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ

নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ বছর প্রথম পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদর পৌরসভাসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম দেশের সকল পৌরসভায় কার্যকরী করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। জনমত গঠনে জিআইইউ নির্মিত টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, লিফলেট প্রভৃতি প্রচারণার মাধ্যমে এ নব উদ্যোগটির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। অধিকন্তু, ২০১৬ সালের ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী ইম্প্যাক্ট পর্যালোচনা ও মনিটরিং কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের প্রতিনিধি এবং জেলা সদর পৌরসভার মেয়রগণের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

৫.১১ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন

জিআইইউ এর মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইনোভেশন টিম এ কার্যালয়ের উদ্ভাবনী প্রস্তাব বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ানাধীন প্রস্তাব ফলোআপ করা সহ নতুন উদ্ভাবনী প্রস্তাব এর জন্য নিয়মিত সভা আয়োজন, উদ্ভাবনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম, সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সুপারিশ/ পরামর্শ প্রদান ২০১৬-২০১৭ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.১২ সিসিটিভি গাইডলাইন্স নীতিমালা প্রণয়ন

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ ব্যক্তিগত পর্যায়ের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সিসিটিভি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে, তদন্ত, আদালতে সাক্ষ্য উপস্থাপন সিসিটিভি ফুটেজ ব্যবহার, শেয়ারিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন্স না থাকায় জিআইইউ এর উদ্যোগে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.১৩ যানজট নিরসনে স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ

ঢাকা মহানগরীর সর্বজনবিদিত যানজট হ্রাসকল্পে জিআইইউ উদ্ভাবনী উপায়ে কম সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে জনপ্রিয় ইউ লুপ মডেল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন।

৫.১৪ পেনশন সহজিকরণ

সরকারি সেবার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণাধর্মী কাজ করে সুপারিশ প্রণয়ন জিআইইউ এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে পেনশন প্রাপ্তি সহজিকরণে জিআইইউ এর সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সেবা কার্যক্রমকে অধিকতর customer friendly করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৫ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় অংশের সূচক শুদ্ধাচার কৌশলকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

জিআইইউ এর বিভিন্ন প্রকাশনা

জিআইইউ ব্রশিয়ার
২০১৬

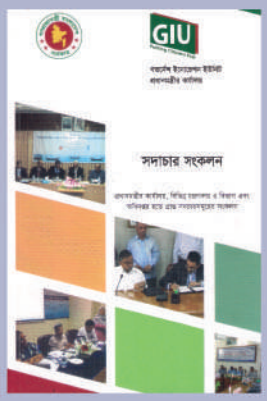

সদাচার সংকলন
২০১৪

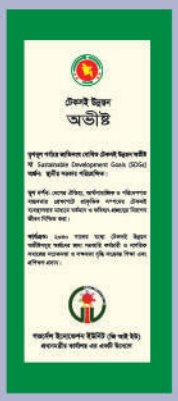

এসডিজি ব্রশিয়ার

উদ্ভাবনী উপায়ে
বাল্যবিবাহ নিরোধ পুস্তিকা

জিআইইউ ব্রশিয়ার
(২০১৩)

জিআইইউ স্ট্রাটেজি প্লান

কাইটোসান লিফলেট

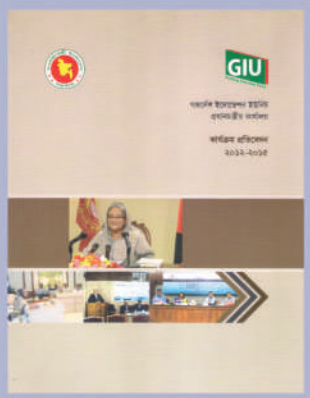

কার্যক্রম প্রতিবেদন
২০১২-২০১৫